

রবিবার যন্তর মন্তরে জনতার আদালতে কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : আবগারি দুর্নীতি কাণ্ডে মিলেছে জামিন। জামিন মিলতেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পদে না থাকলেও জনসংযোগ, মানুষের পাশে থাকার কাজটা তিনি চালিয়ে যেতে চান। আর সেই লক্ষ্যে রবিবার দিল্লির যন্তর মন্তরে জনতার আদালতে আম জনতার কথা শুনবেন আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান। এমনটাই জানা গেছে এএপি সূত্রে। উল্লেখ্য, জামিন পাওয়ার পর কেজরিওয়াল এখনও সেভাবে মুখ খোলেননি। এই প্রেক্ষিতে রবিবার কেজরিওয়ালের প্রথম জনতার আদালতের দিকে অবিস্ম দিল্লিবাসী ও রাজনৈতিক মহলা।

আরও শোচনীয় পরিস্থিতি, আমতা ২ নম্বর ব্লকে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি



হাওড়া, ২০ সেপ্টেম্বর : হাওড়ার আতায় বন্যা পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। আমতা ২ নম্বর ব্লকে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে নতুন করে এলাহিক গ্রাম প্রা়বিত হয়েছে। ফলে বন্যা দুর্গত এলাকায় দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।স্থানীয় বিধায়ক সুকান্ত পাল বলেন, নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন করে বিভিন্ন এলাকা প্রাবিত হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ৯টি ব্রাণ শিবিরে মোট ৬ হাজার মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অভিনব ভাবনা! এবার অভয়া শিবির বন্যা পীড়িতদের সাহায্যে

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর :অভয়া ক্লিনিকের পর এবার অভয়া শিবির। নিঃসন্দেহে অভিনব ভাবনা ও উদ্যোগ। বন্যা পীড়িতদের জন্য পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য বাড়িয়ে দিতেই এই ভাবনা জুনিয়র চিকিৎসকদের। বানভাসি এলাকায় জল নামতেই সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। সেই আশঙ্কা বরাবরের। এবছরও তার বত্বিক্রম হবে না তা ধরে নিয়েই বিশেষ অভিযানের ভাবনা। জুনিয়র চিকিৎসকদের মিলিত সংগঠনগুলির সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত সভায় জানানো হয়েছে। গত বৃহঃ বারমানবরাতে দফায় দফায় বৈঠকের নানা বিষয়ে আলোচনার পর এই নির্বাচিতার প্রতি সুবিচার স্বজায় রাখতে অভয়া ক্লিনিক যেমন দূর্গতদের কল্যাণে কাজ করবে তেমনই সংশ্লিষ্ট এলাকায় অভয়া শিবির খুলে বসার সিদ্ধান্ত।এদিকে, স্বাস্থ্য ভাবনের সামনেই চিকিৎসকদের কাজে পড়ানো সাহায্য বাবদ নানা সামগ্রী মঞ্জুত রয়েছে। এর মধ্যেই যেমন শুকনো খাবার, জামাকাপড় তেমন ওষুধ পত্র ইত্যাদি। ইতিপূর্বেই পাঠানো হবে এ নিয়ে চলছে শেষ মুহূর্তের তোড়জোড়া। জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট এর তরফে জানানো হয়েছে।

লখনউয়ে নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী যুবক

লখনউ , ২০ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার রাতে গোামতীনগর এক্সপ্রেসনগের গীতাপুরী এলাকায় পিস্তল দিয়ে নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যা করেন এক যুবক। তাকে চিকিাসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা যুবককে মৃত ঘোষণা করেন। শুক্রবার সকালে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে।রাধাবংশ্ম (২৮) লখনউয়ের গীতাপুরী এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। তার মা জানান, ছেলে এখনো একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করত। মাদক তাকে এতটাই নষ্ট করছে যে যে তার সমস্ত অর্থ মাদকের জন্য ব্যয় করতেন। মাদক না পেলে অস্থির হয়ে উঠতেন। বৃহস্পতিবার রাতে বারাদায় এসে নিজেকে গুলি করে। পরিবারের লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি নিজেদের হেফাজতে নেয়। খবার তারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুধীর অবধি

ভারত নিজস্ব টেক্সটাইল শিল্পকে বিশ্ব বাজারে শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছেঃপ্রধানমন্ত্রী

ওয়ার্ধা, ২০ সেপ্টেম্বর : ভারত এখন নিজস্ব টেক্সটাইল শিল্পকে বিশ্ব বাজারে শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারতের টেক্সটাইল সেক্টরকে হাজার বছরের পুরনো গৌরব পুনরুদ্ধার করাই দেশের লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার মহারাষ্ট্রের ওয়ার্ধায় জাতীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। এই সংক্রান্ত এক প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন তিনি। প্রকল্পের লাভাধীদের সঙ্গে কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁদের শংসাপত্রও দিলেন তিনি।এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন,

সামগ্রিক কর্তব্যপালনে উন্নয়নের নতুন

কমলপুর (ত্রিপুরা), ২০ সেপ্টেম্বর : উন্নয়ন মানে শুধু পরিকাঠামো তৈরি করা নয়। উন্নয়ন হচ্ছে আমাদের যা কিছু সম্পদ রয়েছে সেগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো। উন্নয়নের এই পথ দেখিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদীজি। পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেই পরিকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার ও এর মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন, পর্যটনে উন্নয়ন সম্ভব হবে তখন, যখন প্রত্যেক মানুষ সদর্থক চিন্তা নিয়ে কর্তব্য পালন করবেন, বলছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।কমলপুরে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন

সুপ্রিম কোর্টের ইউটিউব চ্যানেল হ্যাক, স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের ইউটিউব চ্যানেল হ্যাকড হয়ে যাওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সেই চ্যানেলে আমেরিকার ‘রিপল ল্যাবস’ নামে একটি সংস্থার ক্রিটোকোয়েসি সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনী ভিডিও ভেসে ওঠে। যদিও, সুপ্রিম কোর্টের ইউটিউব চ্যানেল স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আনার চেষ্টা চলছে।শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের ইউটিউব চ্যানেলটি হ্যাকড হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। হ্যাকড হওয়া চ্যানেলে ‘ব্র্যাদ গার্লিংহাউসঃরিপল

আমরা কখনই পাকিস্তানের এজেন্ডা চালাইনি ঃফারুক আব্দুল্লাহ



শ্রীনগর, ২০ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার শ্রীনগরের নির্বাচনী জনসভা থেকে ন্যাশানাল কনফারেন্স–এর বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ এনেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তানের এজেন্ডা চাপিয়ে দিতে বৈ না। প্রধানমন্ত্রীর সেই বক্তব্যের জবাব দিলেন ন্যাশানাল কনফারেন্স–

রাস্তা ঝাঁট দিয়ে স্বচ্ছতার বার্তা উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী গণেশ যোশী

দেবানুদ, ২০ সেপ্টেম্বর : উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রী গণেশ যোশী ক্যানাল রোডের সাকতে কলানিতে সেবা পাখওয়াড়ার অংশ হিসেবে স্বচ্ছতা নিয়ে চিন্তিতে অংশ নেন। নিজে রাস্তা ঝাঁট দিয়ে পরিচ্ছন্নতার বার্তা দেন মন্ত্রী। গণেশ যোশী বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে সেবা পাখওয়াড়ার অংশ হিসেবে স্বচ্ছতা অভিযান রাজ্য জুড়ে চালানো হচ্ছে।তিনি বলেন, যখন থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের ক্ষমতা

ঢাকা, ২০ সেপ্টেম্বর :পুলিশকে জনবান্ধব ফোর্সে রূপান্তর করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন অন্তর্ভুক্তিকালীন সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী। বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর রমনায় ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) হেডকোয়ার্টারের সম্মেলন কক্ষে ডিএমপি-র বিভিন্ন স্তরের পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এই নির্দেশনা প্রদান করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, শুধু কাপড়-কলমে নয়, জনসেবা ও কাজের মাধ্যমে পুলিশকে আক্ষরিক অর্থে জনবান্ধব প্রাণণ করতে হবে। এর জন্য সর্বাত্মে প্রয়োজন মন–মানসিকতার পরিবর্তন।সর্বস্তরের পুলিশ কর্মীদেরকে উজ্জীবিত হয়ে এবং জনসেবার মানসিকতা নিয়ে



১৯৬২ সালের এই দিনে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছিলেন। বিশ্বকর্মা যোজনার সঙ্গে এক বছর পূর্ণ হওয়ার এই উদযাপন

দিশার পথ প্রদর্শন মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহার

চৌধুরীও মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী ছিলেন। এছাড়া ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক মনোজকান্তি দেব, বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, খলই জেলা যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানো। উন্নয়নের এই পথ দেখিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদীজি। পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে, কিন্তু সেই পরিকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার ও এর মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন, পর্যটনে উন্নয়ন সম্ভব হবে তখন, যখন প্রত্যেক মানুষ সদর্থক চিন্তা নিয়ে কর্তব্য পালন করবেন, বলছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।কমলপুরে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন

এবং সুলমা ডুঙ্গর তুইসই বর্নাকে কেন্দ্র করে পর্যটন প্রকল্পের উদ্বোধন করে বৃহস্পতিবার এই কথাগুলো বলেন মুখ্যমন্ত্রী।রাজ্য সরকারের পর্যটন দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত

বাংলাদেশে অনেক শাহরিয়ার কবির দরকার, মন্তব্য অর্থনীতির অধ্যাপকের

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে, অনেক শাহরিয়ার কবির দরকার। আমি আশা করবো উনি যুগ শীঘ্রই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবেন। ওনার সুস্থতা কামনা করি। এ কথা জানিয়েছেন নয়াদিল্লির অর্থনীতির অধ্যাপক তথা বাংলাদেশ বিশেষজ্ঞ ডঃ প্রবীর দোপ্রবীরবাবু। এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, শাহরিয়ার কবির এক নমস্যা ব্যক্তি। আমি শুধুমাত্র ওনাকে একজন সাংবাদিক হিসাবে দেখি না, আমি ওনাকে জানি বাংলাদেশের একজন শ্রদ্ধেয় স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে। অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার হোসের মাধ্যমে ওনার সাথে আলাপ হয়। ওনাকে

বন্যা পরিস্থিতির জন্য হস্তক্ষেপ চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর : বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চার পাতার ওই চিঠিতে ডিভিসি কর্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ করেন তিনি। অল্প সময়ের ব্যবধানে বিপুল পরিমাণ জল ছেে দেওয়ার ফলেই যে নিম্ন দামোদের অববাহিকায় এই বিপত্তি তা নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। পুরোনো ধ্যান ধারণাকে বরং দায়ী করেছেন। মাক্দ্দাত আমলের সিস্টেম ও জল ছাড়ার পদ্ধতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ওই চিঠিতে তিনি আরও বলেছেন, প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষ দুর্তোগের শিকার। বিশেষ করে আটটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ। উল্লেখ্য, গত ২০০৯ সালের পর এমন বিপর্যয়। রাজ্য

কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়ের একাইআইআর নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : প্রকাশ্যে জনসভায় দাঁড়িয়ে রাহুল গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে মানহানিকর মন্তব্য করার অভিযোগে কেন্দ্রীয়রেল প্রতিমন্ত্রী রবনীতি সিং বিট্টুর বিরুদ্ধে দায়ের হলো একাইআইআর।১৫ সেপ্টেম্বর জনসভায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় রেল প্রতিমন্ত্রী, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন তিনি ‘দেশের এক নম্বর সন্ত্রাসী।’ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে

সুবিধাভোগীদের অভিনন্দন জানাই।ওয়ার্ধায় জাতীয় প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা কর্মসূচিতে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, এখনও পর্যন্ত ৬.৫ লক্ষেরও বেশি বিশ্বকর্মা বন্ধুকে আধুনিক যন্ত্রপাতিও দেওয়া হয়েছে। এতে তাদের পণ্যের গুণগত মান উন্নত হয়েছে। তাদের উৎপাদনশীলতা বেড়েছে। শুধুমাত্র এই নয়, প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে ১৫ হাজার টাকার একটি ই-ভাউচার দেওয়া হচ্ছে, তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হচ্ছে, আমি খুশি যে এক বছরের মধ্যে এই যোজনা এত জনপ্রিয় ও সফল হয়েছে।

ছিল না। এখন সৌরত গল্পেপাখ্যায় ব্র্যান্ড অ্যান্ডপ্যাডের হওয়ায় প্রচার বেড়েছে। পর্যটকার আসছেন। কিন্তু মূল কাজটি করতে হবে স্থানীয় মানুষদের। প্রত্যেক অতিথিকে ভগবান মনে করে তাঁদের সহযোগিতা করতে হবে। এটা আমাদের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য রক্ষা করলে আগামীদিনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে পৃতিটি এলাকা। উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে করব এবং এতে সাফল্যও পাব।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার দিল্লিতে ছাতিশগণ্ডের নকশাল হিংসার আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে কথা

২১-২৬ সেপ্টেম্বর আমেরিকায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, রয়েছে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২১ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন। শনিবার আমেরিকার ডেলওয়ারেের উইলনমিংটনে চতুর্থ কোয়ড নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। আমেরিকার অনুরোধে ভারত ২০২৫ সালের কোয়ড শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করতে রাজি হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, গত এক বছরে কোয়ড কতখানি অগ্রগতি লাভ করেছে, তা

পর্যালোচনা করা হবে চতুর্থ কোয়ড নেতৃবৃন্দের সম্মেলনে।এছাড়াও ২৬ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে সাধারণ অধিবেশনে ‘সামিট অফ দ্য ফিউচার’-এ ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। নিউ ইয়র্কে প্রবাসী ভারতীয়দের এক সমাবেশে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলির সিইওদের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন।

এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে নকশালবাদ পুরোপুরি নির্মূল হবেঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর : আগামী এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে দেশ থেকে নকশালবাদ পুরোপুরি নির্মূল হবে। এমনটাই দাবি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, আমরা নকশাল বাদের অবসান ঘটাব। আমি নকশালদের কাছে আবেদন করছি, আইনের সামনে আত্মসমর্পণ করন, অস্ত্র ছেড়ে দিন। উত্তর-পূর্ব এবং কাশ্মীরের অনেক জায়গায়, অনেকে নিজেদের অস্ত্র ছেড়ে দিয়ে মূল শ্রোতে ফিরে এসেছেন। মূল শ্রোতে যোগ দিতে আপনাদেরও স্বাগত জানাই। কিন্তু যদি এমনটা না হয় তবে আমরা নকশালবাদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করব এবং এতে সাফল্যও পাব।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার দিল্লিতে ছাতিশগণ্ডের নকশাল হিংসার আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তাঁদের সঙ্গে কথা

উৎক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে গগনযানঃএস সোমনাথ



বেঙ্গালুরু, ২০ সেপ্টেম্বর : গগনযান উক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, জানিয়ে দিলেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)–র চেয়ারম্যান এস সোমনাথ। শুক্রবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, গগনযান উক্ষেপণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। আমরা এই বছরের শেষ নাগাদ তা উৎক্ষেপণ করার চেষ্টা করছি।শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে বেঙ্গালুরু স্পেস এক্সপো ২০২৪ পরিদর্শন করেছেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)–র প্রধান এস সোমনাথ। তিনি চন্দ্রযান ৪ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন। এস সোমনাথ বলেছেন, মল্লিষভা সবেমাত্র চন্দ্রযান ৪ অনুমোদন ঘোষণা করেছে, তাই আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আগড়ত হবে, এই মুহূর্তে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেছি, আমরা মল্লিষভা থেকে অনুমোদন পেয়েছি, এটি অনুমোদনের অনেক স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টির পূর্বাভাস, অন্যান্য রাজ্যেও বর্ষণ সতর্কতা আইএমডি-র



নয়াদিল্লি, ২০ সেপ্টেম্বর :দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানালো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। ২১ তারিখ অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুৰ, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে।এরপর ২৬ সেপ্টেম্বর পূর্ব মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় ও ওড়িশা এবং নাগাল্যান্ড, মণিপুৰ, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় বৃষ্টি প্রত্যাশিত। পরবর্তী দিন ছত্তিশগা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে বৃষ্টি হবে। ২৫ তারিখও দেশের এই অংশে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে, ওই দিন অরুণাচল ও বীরভদ্রেও বৃষ্টি হতে পারে। আপাতত ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

নির্বাচিতার জন্য আন্দোলন চলবে, তবে শীঘ্রই জরুরি পরিষেবার কাজে যোগ দিচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা নয়াআন্দোলন। সুরক্ষা ও নিরাপত্তার দাপিতে তাদের স্বাধৃতভবনের সামনে একটানা যে আন্দোলন কর্মসূচি জারি ছিল তা থেকে সরে এসে তারা বন্যা পীড়িত এলাকার মানুষদেরও সাহায্য করতে বিশেষ ক্যাম্প খুলতে চলেছেন। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি-তে ওষুধপ্রত্ন খাবার নিয়ে বানভাসি এলাকায় যুদ্ধকালীন ভিত্তিতেই পরিষেবার হাত প্রসারিত করতে চলেছেন। নির্বাচিতার জন্য মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে যদিও আন্দোলন জারি থাকবে। জুনিয়র চিকিৎসকদের মিলিত সংগঠনগুলির এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সংগঠনের নেতৃত্বে যারা তাদের সকলেই একাবদ্ধ রয়েছেন। আন্দোলনের পুরোভাগে থাকা অনিকেত মাহাতো ও দেবাশিস হালদার একযোগে জানিয়েছেন, শুক্রবার শনিও কমপ্লেক্স পন্থত মিছিল বের করে ওই দাবির স্বপক্ষে আপাতত ইতি টানার পরিকল্পনা জেনারেল বডি-র বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গুরুগ্রামে ভুল দিক থেকে আসা গাড়ির ধাক্কায় বাইক আরোহীর মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ গুরুগ্রামে, ২০ সেপ্টেম্বর :হরিয়ারান গুরুগ্রামে ভুল দিক থেকে আসা একটি গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন এক বাইক আরোহী। গুরুগ্রামের ডিএলএফ ফেস ২ থানা এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। শুক্রবার গুরুগ্রাম পুলিশ জানিয়েছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারায় একাইআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং অভিভুক্তকে আইন অনুযায়ী প্রেফতার করা হয়েছে। গুরুগ্রাম পুলিশ ভুল দিকে ড্রাইভিংয়ের জন্য ১৬ হাজার টাকার শেণি চালান কেটেছে

দুরন্ত বার্তা

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৪ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৬৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ৪ আশ্বিন, চান্দ্রঃ ১৮ পদ্মানবমাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাংব, ২৫৮৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাব্দঃ৫ আশ্বিন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ২৯ ভাদ্র ১৯৪৬, মটৈতেঃ১৮ লাবন, আসামঃ৩৫ আশ্বিন, মুসলিমঃ ১৬-রবিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ২৭ঃ ১৯ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৩১ঃ ০৫।চন্দ্র উদয়ঃসন্ধ্যা ০৭ঃ১১ঃ ৩৭(২০) এবং অস্তঃসকাল ০৮ঃ ৩৫ঃ৫৮(২১)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ তৃতীয়া (জ্যৈ) সকাল ঘ ০১ঃ৩৩ঃ ৫৩ দং ৫০১৫২.৫ পর্যন্ত।সন্ধ্যাঃ রেবতী সকাল ঘ ০৯ঃ৩৬ঃ০৫ দং ১০২১৪০ পর্যন্ত পরে অশ্বিনী সকাল ঘ ০৭ঃ৫৮ঃ৩২ দং ৬৩৭১৫ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃবজিজ বিকাল ঘ ০২ঃ ৪৫ঃ২১ দং ২৩১৪৫০ পর্যন্ত পরে বিষ্ঠি সকাল ঘ ০১ঃ৩৫ঃ৪৩ দং ৫০১৫২.৫ পর্যন্ত পরে বহবাঘাঃগ্রব রাত্রিঃ০৮ঃ৪৭ঃ৩১ দং ৬৮২০১৫ পর্যন্ত পরে ব্যাঘাঃঅমৃতযোঃদিন ০৫ঃ২৭ঃ২৫ থেকে – ০৬ঃ১৫ঃ৪০ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ৪০ থেকে – ০৫ঃ ৩১ঃ১০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ১৮ঃ ৫৫ থেকে – ০৯ঃ২৯ঃ৫৫ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫৬ঃ২৫ থেকে – ০৩ঃ০৬ঃ২৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫৪ঃ৪০ থেকে – ০৫ঃ ৩১ঃ১০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ১৮ঃ ৫৫ থেকে – ০৯ঃ২৯ঃ৫৫ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫৬ঃ১০ থেকে – ০৩ঃ ০৪ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫২ঃ১৫ থেকে – ০৫ঃ২৭ঃ২৫ পর্যন্ত।কুলিকলোঃদিন ০৭ঃ৫২ঃ১০ থেকে – ০৮ঃ৪০ঃ২৫ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৭ঃ৫৬ঃ৪০ থেকে – ০৭ঃ৫৪ঃ২৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৮ঃ২৮ঃ২১ থেকে – ০৯ঃ৫৮ঃ৪৯ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৯ঃ৫৮ঃ৪৯ থেকে – ১১ঃ২৯ঃ১৮ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৮ঃ৩০ঃ১৪ থেকে – ০৯ঃ১৯ঃ৪৬ পর্যন্ত।গ্রহযুগ্মট (সূর্য উদয় কালীন):রবিঃ৫৩ঃ৫২ঃ (১২) ৩ পদচন্দ্রঃ১০ঃ৩৪ঃ৬ (১) ৪ পদমঙ্গলঃ২১২৬৯১৩ (৬) ২ পদবৃষঃ৪২২৬১৮৮ (১১) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১২৭৩৭৭ (৫) ২ পদশুক্রঃ৫৬২২৪৪৬ (১৪) ৩ পদশনিঃ১০১৭৩২৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১১৪৪৯২২ (২৬) ৪ পদকেতুঃ৫৫১৪৫৯২২ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।গ্রঃকন্যা রাশি সকাল ০৭ঃ২০ঃ০২ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ০৯ঃ৫৪ঃ১২ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১১ঃ৪৯ঃ৫৮ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০১ঃ৫৫ঃ১৬ পর্যন্ত। মকর রাশি দুপুর ০৩ঃ৪২ঃ০৯ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৫ঃ১৫ঃ৩২ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৬ঃ৪৪ঃ৩৬ পর্যন্ত। মেঘ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ২৭ঃ১০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্রি ১০ঃ২৫ঃ ৩৬ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্রি ১২ঃ ৩৮ঃ৫২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫৪ঃ৫৫ পর্যন্ত। পিংষ রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ০৫ঃ৫৫ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৭ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতকরা এবং ৭০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাট-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যউদয় ৫টা ২৪ মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৪মিনিট

রাশিফল

মেঘ রাশিঃক্ষুদ্র চমির। প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফসল বাঁচানোর চেষ্টা করুন। বিবাহের যোগ হবে আজ।
বৃষ রাশিঃসৃষ্টিশীল কাজে আপনার মেধার বিকাশে নাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। সংসারে শান্তি হবে আজ।
মিথুন রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা লাভে। চাকরিস্থানে সুনাম বৃদ্ধি। বিদেশ যাত্রা শুভ।
কর্কট রাশিঃবয়স্ক বাবা-মার দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে নিজের ভাইবোনের সঙ্গে আলোচনা করুন। আর্থিক উন্নতি হবে আজ
সিংহ রাশিঃসপ্তাহের শেষে অর্থভাগ্য একটু ভীণানামা করতে পারে। যোগাসন রোজ ভালো।
কন্যা রাশিঃআর্থিক উন্নতি হবে আজ। বিবাহের যোগ হবে আজ
তুলা রাশিঃপরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না।
বশিষ্ঠ রাশিঃসন্তানের পরীক্ষায় সফলতার জন্য দৃষ্টিশ্রা থেকে মুক্তি।
ধনু রাশিঃ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ভালাে সুযোগ আসবে।
মকর রাশিঃগৃহায়ি নির্মাণ ও যানবাহন লাভের সম্ভাবনা।
কুম্ভ রাশিঃ নববিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে।
মীন রাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন।

অবশেষে গ্রেফতার হলো বারাসতের কুখ্যাত তৃণমূল নেতা মিলন সর্দার

সমীর দাসঃ আর জি কর কাণ্ডের মধ্যে হারিয়ে যেতে বসেছিল বারাসতের তৃণমূল নেতার আপকর্ম। তবে শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার রাতে CID তাকে গ্রেফতার করে। অভিযোগ, এক বাবসায়ীর কাছে থেকে দফায় দফায় ৯ কোটি টাকা নিয়েছেন মিলন সর্দার। রয়েছে অপহরণের অভিযোগও। গ্রেফতারের পরেই তাকে তাগ করেছে তৃণমূল। স্পষ্ট বলা হয়েছে, সমাজ বিরোধী, দল বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তাকে ছেঁটে ফলে হয়েছে। বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনায় বাবসায়ী দেবব্রত দে-কে দু’দফায় কিডন্যাপ করার অভিযোগ রয়েছে মিলনের বিরুদ্ধে। একসময় ত্রিপুরায় থাকতেন দেবব্রত। মোটা অঙ্কের মুক্তিপণের জন্যই তাকে অপহরণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। এর পরেই তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে এলাকার মানুষ ও বাবসায়ী সমিতি। জানা যাচ্ছে, এই মিলনের চক্রান্ত বারাসতে আটকে রাখা হয়েছিল খড়দা থানা এলাকার ওই বাবসায়ীকে। বৃহস্পতিবার বারাসাত থেকে মিলন সর্দারকে গ্রেফতার করে সিআইডি। একেবারে তাঁর বাড়ির এলাকা থেকেই তুলে নিয়ে যান তদন্তকারী অফিসাররা। তৃণমূল অশ্লষ্য মিলন সর্দারকে বহিস্কার করে দায় এড়াতে চাইছেন। বারাসতের সাংসদ কাকিল ঘোষদণ্ডিয়ার মিলন গ্রেফতার হওয়ার পরে তাকে দল থেকে বহিস্কারের কথা ঘোষণা করেন।

মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্মচাপ ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে নিম্নচাপের প্রভাব কাটতে না কাটতেই ফের নিম্মচাপ ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের ভরফে এ নিয়ে এক পূর্বাভাস মিলেছে। পূর্বাভাস বিশ্লেষণ করছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। জানা গিয়েছে যে, এই মুহূর্তে আবহাওয়ার গুরুপ্রভুক্তি অন্বায়ী, নতুন করে সৃষ্ট এক ঘূর্ণিঝড়ের রেখা অনুভূত হয়েছে উপরের বায়ুমণ্ডলে উত্তর আশ্চামান সাগরে ও প্রতিবেশী তঙ্গলগু এলাকায়। শনিবার সেটি স্পষ্ট হবে। এরপর তা উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। সেইসঙ্গে এর প্রভাবে নিম্নচাপের এলাকা তৈরি হবে উত্তর পশ্চিমে ও তপসরভীতে মধ্য বঙ্গোপসাগরে আগামী সোমবার। এই সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে।

আবারো বহডু বাজারের এফ সি আই এর গোড়াউনে ইডির হানা

২০ সেপ্টেম্বর ঃ আবারো বহাড়ু বাজারের এফ সি আই গোড়াউনে ইডির হানা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানার বহু বাজার এলাকায় আবারো সুস্থিতা ঘোষ সেনের এক সি আই গোড়াউনে স্ক্রিকের জন্য ইডি হানা দিলো। বৃহস্পতি বার সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত টানা দুঘণ্টা। জেয়ার পরেই বেরিয়ে যায় ইডির ৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল। উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে রেশন দুনীতি মামলার তদন্তে সুস্থিতা ঘোষ সেনের এক সি আই গোড়াউনে দীর্ঘ ১৪ ঘণ্টা তদন্ত চালায় ইডি। এমনকি সুস্থিতা ঘোষ সেনের স্বামী এলাকার প্রভাবশালী বরুণ ঘোষকে ও দীর্ঘ ক্ষন জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁরা।এবং চার বাস্তিল কাগজপত্র সঙ্গে করে নিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা নাগাদ আচমকা বহডু বাজারের এফ সি আই এর গোড়াউনে ঢুকে দু’ঘণ্টা তদন্ত চালিয়ে বেরিয়ে যায় তাঁরা। যাবার সময় আরো প্রয়োজনীয় কিছু কাগজ পত্র তাঁরা নিয়ে যায়। তবে এ বিষয়ে এদিন ইডি আধিকারিকদের কাছ থেকে কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি।



পুরীর শঙ্করচাৰ্য্য স্বামী নিশ্চলান্দ সরস্বতী মহাৰাজ তেঘৰিয়া রঘুনাথপুৱে আয়োজিত এক ধৰ্মসভা ও সাধু সন্তু সম্মেলনে যোগ দিতে শুকুৰ্বাৰ সকালে ট্ৰেন পথে হাওড়ার শালিমাৰ ষ্টেশনে আসেন। এখান থেকে তিনি তাঁৰ পৰবৰ্তী গন্তব্যে ৰঙনা হন। তবে হাওড়ায় সাংবাদিকদেৱে কোনও প্ৰশ্নেৰ জবাব দেননি তিনি।

চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য ১৬ শতাংশ হারে বোনাস

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা ২০ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গে তরাই ডুয়াৰ্শের চা শ্রমিকরা এবার ১৬ শতাংশ হারে বোনাস পাবেন। শিলিগুড়ি ও কলকাতা মিলিয়ে গত পাঁচদিন ধরে দফায় দফায় বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার রাতে শ্রমিক পক্ষের ১৬ শতাংশ বোনাসের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয় মালিক পক্ষ। চা শিল্পের সামগ্রিক সঙ্কট ও উৎপাদন ক্রম হওয়ার কারণে এবার তারা ১০ শতাংশের বেশি বোনাস দিতে অরাজি বলে আগেই জানিয়েছিলেন বাগান মালিকেরা। মালিকপক্ষের মঞ্চ কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যানটার্স এসোসিয়েশন সিসিপিএ-র এর এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে ইউনিয়নগুলির জয়েন্ট ফোৱাম। শেষপর্যন্ত শ্রমিক ইউনিয়নগুলির অনমনীয় মনোভাবে শেষপর্যন্ত নতিস্বীকার করে নেন মালিকপক্ষ। ১৬ শতাংশ বোনাস দিতে রাজিও হয়েছেন। ফোৱামের অন্যতম শরিক এআইসিসিটিউই অনুমোদিত তরাই সংগ্রামী চা শ্রমিক ইউনিয়ন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে এই মর্মে। সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব বসু একথা জানিয়েছেন।

উদয়নারায়ণপুর ও আমতা দুই এ বন্যা দুর্গতদের পাশে জেলা প্রশাসন

দূরন্ত বার্তা,হাওড়া, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর ও আমতা দুই এ বন্যা দুর্গতদের পাশে হাওড়া জেলা প্রশাসন। বন্যা দুর্গত মানুষদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে ত্রান শিবিরে। সেখানে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ও ওষুধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশাপাশি সর্বত্র মোতায়েন আছে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফের টিম। তারা বেড়ে করে আটকে পড়া মানুষদের নিয়ে আসছেন ত্রান শিবিরে। উদয়নারায়ণপুরের বেশ কয়েকটি গ্রাম জলের তোরে ভেসে গিয়েছে । পাশাপাশি আমতা ২ এর বেশ কিছু গ্রাম বন্যার জলে ভেসে গিয়েছে। তবে জেলা প্রশাসনের বোড সর্বত্র গিয়ে আতঁরের খাওয়ার ও ত্রান শিবিরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছে। মূলত ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়ার উদয়নারায়ণপুরে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। পাশাপাশি মন্ত্রী পুলক রায়, আমতাভা বিধায়ক সুকান্ত পাল , উদয়নারায়ণপুরের বিধায়ক সমীর পাঁজা, হাওড়ার জেলাস্বাক্ষর পি দীপাপপ্রীয়া ও হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপার স্বাতী ভাঙ্গালিয়া ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তাঁরা বন্যা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন । পুজোর আগেই এই বন্যার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চাষ আবাদ। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মোটকথা শুকুৰ্বাৰও বন্যা পৰিস্থিতি খুব একটা উন্নতি ঘটেনি। তবে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বন্যা কবলিত মানুৱাৰ অনেক সুৰক্ষিত তা বলা যায় ।

ডেঙ্গি প্রতিরোধে ও সচেতনতা মশারী বিলি নববারাকপুরে

দূরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ যদিও গত বছর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বাস্থ্য দফতরের সভার পরিসংখ্যানে নিউ বারাকপুর শহর ডেঙ্গু মুক্ত বলা যায়। সংখ্যাটা খুবই ন্যূন্য। দু একটা থাকতেও তারা সুস্থ। দরকার জনসচেতনতা। পুরসভার অধিকারিক রা যথেষ্ট তপস এবং নাগরিকদের সচেতনতা। শারদীয়া উৎসবের প্রাক্কালে নিউ বারাকপুর শহরে ডেঙ্গু মুক্ত করতে শুকুৰ্বাৰ বিকেলে ডেঙ্গি প্রতিরোধে ও সচেতনতায় নববারাক পুৰ পুৰসভা, মাস্টার কেবল নেটওয়ার্ক প্রতিষ্টেট লিমিটেড এবং উত্তর ২৪ পরগনা কেবল অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহের সামনে অস্থায়ী মধ্যে পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের পাঁচ শতাধিক অসহায় মানুষদের মশারী বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না ব্রিশাস, কেবল আধিকারিক উদয় শঙ্কর ঘোষ, অলোক জানা সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের এক ঝাঁক কাউন্সিলর গন ও কেবল নেটওয়ার্কের সদস্যরা। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন নিউ বারাকপুর শহরে গত জুলাই-আগস্ট মাস ব্যাপী সবুজাযনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে হয়েছিল বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন

বন্যা কবলিত এলাকায় রান্না করা খাবার বিতরণ করছে ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ বন্যা কবলিত এলাকায় রান্না করা খাবার বিতরণ করা হচ্ছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে শুকুৰ্বাৰ থেকেই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এরাঞ্জের বিস্তীর্ণ বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণের কাজ শুরু করেছে ভারত সেবাশ্রম ঙ্ঘ। সংঘের পক্ষ থেকে ঘাটাল, পাঁশকুড়া, গাইঘাটা সহ বিভিন্ন এলাকায়,শুকনো খাবার বিতরণের কাজ চলছে। শুকুৰ্বাৰ থেকেই একাধিক এলাকায় রান্নার পাশাপাশি খাবার পরিবেশন করতে স্বামীজিরা স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকায়। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বান্বানন্দ মহারাজ বলেন, সংশ্লিষ্ট তিনটি বন্যা প্রবণ এলাকাতে তুলনায় উচুতে নিরাপদ জায়গায় সংঘের সন্মাসী ও স্বেচ্ছাসেবকরা একযোগে সেখানে রান্নার কাজ শুরু করেছে। এরপর নৌকায় করে খিড়ি, ডালমা সহ বিভিন্ন তরকারি ও খাদ্য দ্রব্য নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে বন্যা কবলিত এলাকায় পৌঁছে যাচ্ছেন সংঘের সন্মাসী ও স্বেচ্ছাসেবকরা। সেইসঙ্গে জলমগ্ন এলাকায় বাড়ির ভেতরেও ঢুকে পরিবারের সদস্যদের খাবার পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। একইভাবে হাওড়া, হুগলি সহ আরো কয়েকটি জায়গায় যেখানে ইতিমধ্যেই বন্যার জল ঢুকে পড়েছে সেই সব জায়গায় শুকনো খাবার পৌঁছে দেওয়ার কাজও শুরু হয়েছে। বিশ্বান্বানন্দ মহারাজ আরও জানান, প্রয়োজনে ওইসব জায়গায়



রান্না করা খাবার দেওয়ার কাজও শুরু হবে। বালিগঞ্জ সংঘের প্রধান কার্যালয় ছাড়াও কলকাতা এবং শহরতলিতে সংঘের যে সমস্ত শাখা সংগঠন আছে সেখান থেকে সন্মাসী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা বন্যা কবলিত এলাকায় পৌঁছে গিয়ে এই কাজ ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি ।

গ্রীন লাইন-১ এ আইএসএল ফুটবল ম্যাচের পরে বিশেষ মেট্রো পরিষেবা

কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতার সকল ফুটবলপ্রেমীদের জন্য আবারও সুখবর! ২৬.০৯.২০২৪, ২৭.০৯.২০২৪, ০৫.১০.২০২৪, ১১.১০.২০২৪, ২৭.০৯.২০২৪, বিবেকানন্দ যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন, সল্টলেকে ভারতীয় সুপার লিগ ফুটবল ম্যাচগুলি খেলার পরে মেট্রো রেলওয়ে প্রতিদিন একটি বিশেষ পরিষেবা চালাতে চলেছে ,০৯.১১.২০২৪, ২৬.১১.২০২৪, ২৯.১১.২০২৪, ৩০.১১.২০২৪, ১২.১২.২০২৪,

১৪.১২.২০২৪, ১৭.১২.২০২৪ এবং ২১.১২.২০২৪ এই পরিষেবা সল্টলেক স্টেডিয়াম স্টেশন থেকে শুরু হবে ২২.১৫ টায়। এই প্রতিটি দিনে শিয়ালদহের জন্য। ফুটবলপ্রেমীদের রাতে ম্যাচের পর বাড়ি ফেরার চিন্তা করতে হবে না কারণ মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ গ্রীন লাইন-১-এ নির্ধারিত বাণিজ্যিক সময়ের পরে এই বিশেষ মেট্রো পরিষেবাগুলি চালাতে চলেছে। এই বিশেষ পরিষেবা ফুলবাগান স্টেশনে থামবে যাত্রীদের চেকানো এবং বিচ্ছিন্ন করার জন্য।

দুই গ্রামের মধ্যের কালভার্ট ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বহু পরিবার কে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো অন্যত্র

গ্রীতম সাধুর্খাঁ,হুগলি, ২০ সেপ্টেম্বর ঃ ডিভিসির ছাড়া জলে রাজ্যের একাধিক এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। হুগলির আরমবাগে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যান মেড বন্যা বলেন। কেঃড্রকে চরাসুরে আক্রমণ করেন। অতিবৃষ্টি ও dvcর ছাড়া জলে প্রাণিত হয়েছে বলাগড়ের জিরাট পঞ্চায়েতের চর খয়রামারী এলাকা। বাঁধের ছাড়া জলে ফুলে-পেঁপে উঠেছে গম্ভা। জোয়ারের জলে আগেই প্রাণিত হয়েছে বলাগড়ের চর খয়রামারি বিস্তীর্ণ এলাকা। চর খয়রামারী থেকে জিরাট সংযোগকারী একমাত্র রাস্তার উপরে কালভার্ট টি গম্ভার জোয়ারের জলে ভেঙে যায়। যোগাযোগ বিছিন্ন হয়ে যায় গ্রাম। জল ঢুকতে শুরু করে গ্রামে। গৃহবন্দি হয়ে পড়ে প্রায় কয়েক হাজার মানুষ। তারই মধ্যে বুকি নিয়ে চলছে পারাপার। ওই এলাকায় প্রায় আড়াইশোটি পরিবারের বনবাস। তাদের মধ্যে বহু পরিবারকে স্থানীয় আশুতোষনাগর প্রাইমারি বিদ্যালয়ে অস্থায়ী ত্রাণ শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে রান সদর মহকুমা শাসক স্মিতা সন্ধ্যাল শুক্লা ও বলাগড়ের ডিউও সুপর্ণা ব্রিশাস। কালভার্টের জায়গায় আপাতত কাঠের সেতু



নির্মাণ করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি।পরে জল কমলে সেখানে স্থায়ীভাবে কালভার্ট করা হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষকে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, জল ঢু কতে শুরু করেছে বলাগড়ের শ্রীপুরের বাবুচর, সিজা কামালপুর পঞ্চায়েতের বানেশ্বরপুর, আশ্রম ঘাট সহ বেশ কয়েকটি এলাকা জলমগ্ন। কৃষিতেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বলাগড়ের অধিকাংশ এলাকার সবজি চাষের উপর নির্ভর ওই এলাকার মানুষ। এলাকা জলমগ্ন

বাংলার নবজাগরণের পথপ্রদর্শক, নারী মুক্তি আন্দোলনের স্রষ্টা- ঈশ্বরচন্দ্র

মধুসূদন দে ঃ অন্ধকারের উৎস থেকে উসারিত আলোর মতো যার আবির্ভাব এই ধরাখামে, যিনি প্রাচীন আৰ্য ঋষির মত প্রজ্ঞাবান, তরুণ ইউরোপীয়দের মতো কর্মমগী, বাঙালি মায়ের মত যার কোমল হৃদয়, যিনি বাংলার নবজাগরণের পথিকৃ, নারী মুক্তি আংে দালনের স্রষ্টা-তিনি হলেন বাংলার মৌরব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাংলার গৌরব শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে যদি কেউ কখনো সফল আন্দোলন করে থাকেন তবে তাঁর নাম অবশ্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর একজন প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক। হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহের মতো কুপ্রথা প্রচলিত থাকায় অসংখ্য নারীকে অল্প বয়সেই বিবাহ হতে হত। সমাজে বিধবা নারীরা সীমাহীন দুর্দশার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হত। বিধবাদের করুণ দশা দেখে বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে বিরোধের আগুন জ্বলে উঠেছিল। বিধবা বিবাহকে আইনসম্মত করার জন্য তিনি গণস্বাক্ষর সংবলিত একটি আবেদন পত্র সরকারের কাছে জমা দেন। শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অদম্য প্রচেষ্টার ফলে ১৫ নম্বর রেগুলেশন দ্বারা ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। বিধবা বিবাহ বিরোধীদের প্রতিবাদের উত্তর দেওয়ার জন্য অতি অল্প হইল নবো পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তিনি বহুবিবাহের মতো সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেছিলেন। বিধবাদের দু ৃঃখে বিগলিত হয়ে তিনি প্রমাণ করেন যে বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয় নয়। তিনি নিজের ছেলে নারায়ণের সঙ্গে এক বিধবা মহিলার বিয়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর বহুমুখী আন্দোলনের ফলে বাংলার নারীরা মুক্তির স্বপ্ন দেখার সুযোগ পায়। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম মানবতাবাদী সংস্কারক হলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সবচেয়ে বড় অবদান শিক্ষাগুরু হিসেবে। তিনি বুঝেছিলেন দেশবাসীকে আধুনিক হতে হলে শিক্ষিত হতে হবে। এজন্য তিনি প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি লিখলেন বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শিশু মনের উপযোগী বই বোধোদয়, কথামালা ইত্যাদি। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর রচিত শকুন্তলা, সীতার বনবাস ইত্যাদি বইতে বাঙালি প্রথম বাংলা গদ্যের রস পেয়েছে। বিদ্যাসাগরের কামনা ছিল দেশের সকল মানুষ যেন সাক্ষর হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য-গণশিক্ষার প্রসার, প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ে তৎকালীন বড়লট লর্ড ডালহৌসির কাছে সুপারিশ করেছিলেন। তিনি মেয়েদের শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। কারণ

সমাজে মেয়েদের তখন অশিক্ষিত করে রাখার একটা প্রবণতা ছিল। এই প্রবণতার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বাংলায় নারী শিক্ষার প্রসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন বিদ্যাসাগর। তিনি নারী শিক্ষার বিস্তারের পথিকৃ। বিদ্যাসাগর ও ডব্লিঙ্ক ওয়াটার বিটন উদ্যোগী হয়ে কলকাতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। একটি পিঞ্জরের সূচনা হল। মেয়েদের জন্য ভারতের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক। এটি বর্তমানে বেথুন স্কুল নামে পরিচিত। এরপর তিনি মেদিনীপুর, হুগলি, বর্ধমান, নদীয়া, প্রভৃতি জেলাতে ৬৫টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলিতে ১৩০০ ছাত্রী পড়াশোনা করত। এছাড়া বীরসিংহ গ্রামে ভগবতী দেবীর স্মৃতি রক্ষার জন্য ভগবতী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উচ্চশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার উচ্চশিক্ষায় সংকোচনের নীতি গ্রহণ করলেন বিদ্যাসাগর কলকাতায় মেট্রোপলিটনইনস্টিটিউশন স্থাপন করেন। বাংলার মানুষ যাতে উচ্চ শিক্ষা

থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য তিনি এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন। গণ শিক্ষার প্রসারেও তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এজন্য তিনি সোমপ্রকাশ, হিন্দু পেট্রিট প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তিনি ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য অভিমত প্রকাশ করেন। বিদ্যাসাগর মনে করতেন যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিক্ষার সমন্বয় সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য কে উন্নত করতে সাহায্য করবে। বিদ্যাসাগর ছিলেন স্বদেশ প্রেমিকা মা ও দেশের মাটির প্রতি তাঁর টান ছিল সহজাত। বাংলার নবজাগরণে বিদ্যাসাগরের অবদান মূল্যায়ন করতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন--এই ভীকুর দেশে তিনি একমাত্র পুরুষ সিংহ। উনিবিংশ শতকে বাংলার ইতিহাসে সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার এবং সাহিত্যের অবদানের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর বাংলার নবজাগরণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিধবা বিবাহ আইন পাশ, স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন, বহু বিবাহ ও বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূরীকরণে তার

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER	
ABRIDGED NIT	
The Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:	
(1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-25/144R	Name of the Work: Improvement of light at J. L. Nehru Road from Exide More to Birla Planetarium in Ward No.-63, Br.-VII. Estimate Amount: ₹ 4,47,337.52. Earnest Money: ₹ 9,000.00.
(2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-25/318	Name of the Work: Replacement of damaged street light poles at Beck Bagan Row, Darga Road, Samsul Huda Road & other different roads in Ward No.-64, Br.-VII. Estimate Amount: ₹ 2,42,950.45. Earnest Money: ₹ 5,000.00. Period of Completion: 30 days (For Sl. No. 1 & 2). Last Date and Time of submission of Bid: 30.09.2024 at 12 noon (For Sl. No. 1 & 2) and Bid opening date for Technical Proposals (Online): 01.10.2024, 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 20.09.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 1 & 2) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).
(3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/293	Name of the Work: Improvement of Bustee lighting system at 10 R.N.C. Road in Ward No.-56, Br.-VII. Estimate Amount: ₹ 2,49,139.73. Earnest Money: ₹ 5,000.00. Period of Completion: 30 days.
(4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/310	Name of the Work: Improvement of Bustee lighting system at 22 no. South Tangra Bustee in Ward No.-66, Br.-VII. Estimate Amount: ₹ 2,95,143.21. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 30 days.
(5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/311	Name of the Work: Repairing of street lighting system by earthing, muffing of pole and replacement of Head Loop Box and Wall Loop Box at Kustia Road, Kustia Masjid Bari Lane and other different places in Ward No.-66, Br.-VII. Estimate Amount: ₹ 3,87,335.00. Earnest Money: ₹ 7,800.00. Period of Completion: 30 days.
(6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/312	Name of the Work: Improvement of street lighting system at 153 Picnic Garden Road & different places in Ward No.-66. Estimate Amount: ₹ 1,49,523.43. Earnest Money: ₹ 3,000.00. Period of Completion: 30 days.
(7) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/313	Name of the Work: Repairing of Bustee lighting system at G. J. Khan Road Bustee (Khal Dhar Bustee) and different places in Ward No.-66, Br.-VII. Estimate Amount: ₹ 1,49,539.59. Earnest Money: ₹ 3,000.00. Period of Completion: 30 days. Last Date and Time of submission of Bid: 30.09.2024 at 12.30 p.m. (For Sl. No. 3 to 7). Bid opening date and time for Technical Proposals: 01.10.2024, 12.30 p.m. (For Sl. No. 3 to 7). The bid forms and other details are available on and from 20.09.2024 (6 p.m.) (For Sl. No. 3 to 7) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 3 to 7).
(8) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/307	Name of the Work: Improvement of street lighting system at Harisava Street & other places in Ward No.-77. Estimated Amount: ₹ 1,98,556.91. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 30 days.
(9) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/320	Name of the Work: Improvement of Park lighting system at Kabitirtha Park & other areas in Ward No.-76. Estimated Amount: ₹ 1,44,987.52. Earnest Money: ₹ 3,000.00. Period of Completion: 30 days.
(10) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/272	Name of the Work: Repairing of street lighting system at different Lanes and By Lanes in Ward No.-74 under Br.-IX. Estimated Amount: ₹ 1,97,541.86. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 30 days.
(11) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/294	Name of the Work: Repairing of Bustee lighting system at different Bustee areas in Ward No.-74 under Br.-IX. Estimated Amount: ₹ 1,49,467.88. Earnest Money: ₹ 3,000.00. Period of Completion: 20 days.
(12) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/295	Name of the Work: Miscellaneous repairing of Bustee lighting system at Coal Dock Bustee, Mahadev Tala Bustee and other Bustee areas in Ward No.-79. Estimated Amount: ₹ 1,97,999.39. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 30 days. Last Date and Time of submission of Bid: 30.09.2024 upto 2 p.m. (For Sl. No. 8 to 12). Tender (Technical) opening date: 30.09.2024 at 4 p.m. (For Sl. No. 8 to 12). The bid forms and other details are available on and from 20.09.2024 from 2 p.m. (For Sl. No. 8 to 12). For full and further details, please visit the Website : https://etender.wb.nic.in. Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. (For Sl. No. 8 to 12).

(13) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/305

Name of the Work: Operation and maintenance street lighting system in Ward No.-67 under Br.-VII. Estimate Amount: ₹ 4,93,480.00. Earnest Money: ₹ 10,000.00. Period of Completion: 365 days.

(14) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/306

Name of the Work: Supply and delivery of LED street light fittings for Dharmotola Road and 253, Picnic Garden Road in Ward No.-67, Br.-VII. Estimate Amount: ₹ 1,95,786.00. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 15 days.

(15) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/316

Name of the Work: Repairing and replacement of K.M.C. street light feeder boxes and street lighting system at Tiljala Road, Tiljala Masjid Bari Lane, Tiljala Shibtala Lane in Ward No.-65 under Br.-VII. Estimate Amount: ₹ 2,97,411.67. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 30 days.

(16) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/317

Name of the Work: Supply and delivery LED street light fittings for Old Ballingunge Road and Palm Avenue in Ward No.-65 under Br.-VII. Estimate Amount: ₹ 3,89,542.00. Earnest Money: ₹ 7,900.00. Period of Completion: 15 days. Last Date and Time of submission of Bid: 01.10.2024 at 12 noon (For Sl. No. 13 to 16) and Bid opening date for Technical Proposals (Online): 01.10.2024 at 2 p.m. (For Sl. No. 13 to 16). The bid forms and other details are available on and from 20.09.2024 (6 p.m.) (For Sl. No. 13 to 16) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 13 to 16).

(17) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/266/R

Name of the Work: Improvement of lighting system at Mathurbabu Lane & surrounding area in Ward No.-57 under Br.-VII. Estimate Amount: ₹ 3,49,408.00. Earnest Money: ₹ 7,000.00. Period of Completion: 30 days.

(18) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/267/R

Name of the Work: Repairing of Bustee lighting system at Jamir Lane Bustee, Fern Road Bustee & surrounding Bustee areas in Ward No.-68 under Br.-VIII. Estimate Amount: ₹ 1,48,833.00. Earnest Money: ₹ 3,000.00. Period of Completion: 21 days.

(19) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/314

Name of the Work: Improvement of lighting system at Rani Rash Moni Garden Lane & surrounding area in Ward No.-57 under Br.-VII. Estimate Amount: ₹ 4,60,858.00. Earnest Money: ₹ 9,300.00. Period of Completion: 30 days.

(20) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2024-2025/315

Name of the Work: Repairing & replacement of Pillar Box & other electrical accessories at E.M. Bypass from Chingrighata to VIP Bazar under Br.-VII. Estimate Amount: ₹ 2,81,041.00. Earnest Money: ₹ 5,700.00. Period of Completion: 30 days. Last Date and Time of submission of Bid: 01.10.2024 at 12 noon (For Sl. No. 17 to 20) and Bid opening date and time for Technical Proposals (Online): 01.10.2024 at 5 p.m. (For Sl. No. 17 to 20). The bid forms and other details are available on and from 20.09.2024 (5 p.m.) (For Sl. No. 17 to 20) from the website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 17 to 20).

The Exe. Engr. (E)/Ltg./Z-V/Br.-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work:

NIT No.: KMC/LTGV/122/24-25/BPC (1st Call)

Name of the Work: Installation of New Steel Tubular Posts adjacent to BSNL Posts at Water Logging areas of Banomali Banerjee Road, M.G. Road Bye Lane and other areas in Ward No.-122. Estimated Amount: ₹ 4,87,071.49. Earnest Money: ₹ 9,750.00. Period of Completion: 35 days. Last Date and Time of submission of Bid: 03.10.2024 (4 p.m.). The bid forms and other details are available on and from 20.09.2024 (4 p.m.) from the website https://etender.wb.nic.in

The Director General (Electrical), KMC invites e-tender online in two bid system for following work:

NIT No.: KMC/LTG/HQ/CS/09/24-25

Name of the Work: Installation of AC machines along with other allied electrical works at IFU/Supply Office Room situated at Central Store under KMC. Estimated amount: ₹ 1,90,625.00. Earnest Money: ₹ 3,850.00. Period of Completion: 10 days. Last Date and Time of submission of Bid: 30.09.2024 at 5 p.m. The bid forms and other details are available on and from 21.09.2024 at 5 p.m. from the website https://wbtenetenders.gov.in

CORRIGENDUM

NIT No.: KMC/EEC/008/20/2024-2025 published in this Newspaper on 11.09.2024 (Key No. 563/24-25) of Engineering (Civil)/Br.-I Department (Sl. No. 15). Last date and time of submission of bid will be read as 28.09.2024 at 1 p.m. instead of 18.09.2024 at 1 p.m. The tender open date will be 01.10.2024 at 1 p.m. instead of 20.09.2024 at 1 p.m. (629/24-25)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৯২ সংখ্যা, শনিবার ৪ আশ্বিন, ১৪৩১

হরপ্পা সভ্যতার নারী

হরপ্পা সভ্যতার সেই নারী। কোয়োট বর্তমানে পাকিস্তানের ৫ম বৃহত্তম শহর। কোয়েটার সবচেয়ে পুরাতন অধিবাসী হচ্ছে কাসি উপজাতির মানুষেরা। কোয়েটার ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন যে ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল গর্জনিস সুলতান মাহমুদ কোয়োটো আক্রমণ করে জয় করেছিল। কোয়োটো নামটা এসেছে কোয়োটাকোট থেকে। কোয়টি পশতু শব্দ, এর অর্থ ক্ষুদ্রগুপ্তধ্ব। বর্তমানে বেলুচিস্তান প্রদেশের আধুনিক শহর কোয়োটো বা কোয়েতা। রাজধানী শহর, জেলা এবং বিভাগ। শহরটি স্থানীয়ভাবে শাল বা শালকোট বা ব্রিটিশ ভারতে শিয়ালকোট নামে পরিচিত ছিল। ১৮৭৬ সালে এই শহর ব্রিটিশরা দখল করেছিল। তারা এখানে শক্তিশালী সেনানিবাস তৈরি করে। সেই ভাবেই শহরটি গড়ে উঠেছে। ১৮৯৬-এ পোরসভা, আর্মি কমান্ড অফিস এবং ১৯০৭ সালে স্টাফ কলেজ খোলা হয়। ১৯৩৫-এর বিশাল ভূমিকম্পে শহরটি আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ২০,০০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল। কোয়েটা পশ্চিম আফগানিস্তান, পূর্ব ইরান এবং মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ডের সাথে সংযোগ রক্ষাকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপণন ও যোগাযোগ কেন্দ্র। তুলো কল, সালকার শোধনাগার, কোক ব্রিকেটই গ্ল্যান্ট, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ফল ক্যানারি নিয়ে ব্যস্ততম শিল্প শহর। কোয়োট শহরের গর্ব এখানে একটি জিওফিজিক্যাল ইনস্টিটিউট, ভূতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিষ্ঠান এবং বিখ্যাত স্যান্ডেমান লাইব্রেরি আছে। স্যান্ডেমান লাইব্রেরি। ১৯৭২ সালে স্যান্ডেমান লাইব্রেরির নাম পরিবর্তন করে বেলুচিস্তান পাবলিক লাইব্রেরি রাখা হয়েছে। ১৯৮২ সালে পাকিস্তানের পাবলিক লাইব্রেরিগুলো আপগ্রেড করার জন্য একটি টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা হয়। দলটি স্যান্ডম্যান পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শন করে, প্রাদেশিক লাইব্রেরি হিসাবে যোগ্যতা করার সুপারিশ করে। সেই অনুযায়ী ১৯৮৩ সালে লাইব্রেরিটি বেলুচিস্তানের প্রাদেশিক গ্রন্থাগার হিসাবে ঘোষিত হয়। এছাড়া কোয়েটা শহরে পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অধিভুক্ত দুটি সরকারি কলেজ আছে। ১৯৭০ সালে কোয়েটায় বেলুচিস্তান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আফগান সীমান্তের কাছে কোয়েটা বিভাগে রয়েছে বিখ্যাত খোজা গিরিপথ, যেখানে শত্রু পাথর ভেদ করে তৈরি হয়েছে। ৪ কিলোমিটার লম্বা শেলাবাগ রেলওয়ে টানেল। এখানকার প্রধান নদীর নাম শিশিন লোরা। প্রচুর আঙ্গুর, পিচ, বরই, এপ্রিকট, আপেল, বাদাম, নাশপাতি, ডালিম চাষ হয়। প্রচুর জুনিপার এবং পেস্তার বাগান আছে। গম, বার্লি, এবং ভূট্টা প্রধান ফসল। গাছপালা, বন্য পশুপক্ষীর বেচিছু নিয়ে পাকিস্তানের ফলের বাগান হিসেবে কোয়েটা পরিচিত। ঘোড়ার প্রজনন কেন্দ্র আছে। ফেল্পস, রাগ, রোমেরে সূচিকর্মের জন্য বিখ্যাত। এছাড়াও এখানকার প্রসিদ্ধ হস্তশিল্প জামার বাসনপত্র। আশ্চর্য হওয়ার মতো খবর - পাকিস্তানের সবচেয়ে ভািতাগতভাবে বেচিছাত্রময় শহর এই কোয়েটা। এই শহরে বালুচ, হাজার, ব্রাহ্মি, পাঞ্জাবি এবং মুহাজিরদের সঙ্গে অসংখ্য পশতুন বাস করে।

বাংলার প্রাচীন দূর্গনগরী

ড. শাহনাজ হুসনে জাহান ৮ বছর অক্সফোর্ড প্রশিরমের পর মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা সভ্যতাকে আমাদের সামনে তুলে ধরছেন। এই সভ্যতা ভিতরগড় দূর্গনগরী নামে পরিচিতি পায়। কুচবিহারের বংশ লতিকায় রাজা পৃথুর নাম উঠে আসে। ধারণা করা হয়, এই ভিতরগড় ছিল পৃথু রাজার রাজধানী। তবে ইতিহাসে পৃথু রাজা বা তার রাজ্য সম্পর্কে তেমন কোনো প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায়নি বলে, লোক কাহিনীগুলো থেকেই আমরা ইতিহাস জানার ক্ষুধা মিটাই। ১৩ শতকে পৃথু রাজার রাজত্ব শুরু হলেও মনে করা হয় যে এই এলাকায় বসতি শুরু হয় ৭ বা ৮ শতকেরে গুপ্ত যুগের সময় থেকে এবং তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। লোককাহিনী মতে পৃথু রাজা কীচক নামের অসম্ভ্য ও নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠী দিয়ে আক্রান্ত হলে নিজের মর্য়াদা রক্ষায় সপরিবারে আত্মহত্যা করেন মহারাজার দীঘিতে, যে দীঘিটি তারই খনন করা। সতিই পৃথু রাজা জানে কিনা তা আমরা জানিনা, তবে কে এই পৃথু রাজা তা কিন্তু খুব জানতে ইচ্ছে করছে। বিশ্বায় জাগানো এই সভ্যতাটি করতোয়া ও তিস্তা নদীর মাঝখানে সমতল ভূমিতে অবস্থিত ছিল। এই দূর্গনগরীটি চারটি সীমানা প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল। ধারণা করা হয় বন্যা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য এই বাঁধগুলো তৈরী করা হয়েছিল। এতো বছর আগেরও এতো সুন্দর ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির ব্যবহার সতিই আশ্চর্য হওয়ার মতন। চারটি আবেষ্টনীর ভিতরে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে অসংখ্য ধর্মীয় স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ, দুটি প্রাচীন মন্দির এবং মূল্যবান প্রত্নবস্তু। শালামার নদীর উপর পাথরঘাটা ও দেমনী নদীর উপর জয়পুর তৈরী করা হয়েছিল পাথরের দুটি বাঁধ। এর মাধ্যমে প্রাচীন কালে নদীর জল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সারা বছর দূর্গনগরীর জন্য জল সরংক্ষণ করা হতো। প্রাচীন বাণিজ্য সড়ক নদীপাড়ের উপর অবস্থিত হওয়ায় ভিতরগড়ের অধিবাসীরা সম্ভবত নেপাল, ভূটান, সিকিম, আসাম, কুচবিহার, তিব্বত, চীন, বিহার, পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলার সাথে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বজায় রেখেছিল। সম্ভবত নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে এতো বৃহৎ সভ্যতাটি ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো। এটি শুধু বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দূর্গনগরী নয়, দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় দূর্গনগরীর একটি। এই দূর্গনগরে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত আটটি স্থাপনার ভিত্তি কাঠামো থেকে লাল ও ধূসর রঙের নকশা করা মাটির পাত্রের ডাঙা অংশ, লোহা ও তামার তৈরি জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। মাটির পাত্রের মধ্যে রয়েছে থালা, বাটি, রান্নার হাড়ি ও মাটির প্রদীপ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কী করে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে তার দিকে বেশি করে নজর দিতে হবে। সবার সঙ্গে ভালো করে

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন



ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজির মতোই বললেন, জীব প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। এটা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা। এ ই শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার পরে গ্রহণ করেন ভগিনী নিবেদিতা। মানব সেবা করতে হবে। তবেই সন্ন্যাস ধর্ম সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব। সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর

শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সেবা শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। মায়ের শক্তিও পরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। সেই কারণে মায়ের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত। মা না থাকলে জগৎ দেখা অসম্ভব।

বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে বাংলা চলচ্চিত্র কোথায় হারিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে তা ভাবতে অবা ক লাগে

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা (পূর্ব প্রকাশিতের পর)
ষাটের দশকেই কীর্তিমান পরিচালক হিসেবে আবির্ভূত হন খান আতাউর রহমান (১৯২৯ -১৯৯৭)। তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে কেবল পরিচালক নন, অভিনেতা, কাহিনীকার, কণ্ঠশিল্পী, গীতিকারও সুরকার হিসেবে খ্যাতিমান।১৯৫৬ সালে ঢাকায় ফিরে এজে কারদারের জাগো ছয়া সাভেরা চলচ্চিত্রে প্রখ্যাত অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্রের সঙ্গে প্রধান চরিত্রে রূপদান করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি অনেক দিনের চেনা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে পরিচালক হিসেব আবির্ভূত হন। তাঁর পরিচালিত রাজ সন্ন্যাসী, আবার তোরা মানুষ হ,সুজন সখী,দিন যায় কথা থাকে,ছুটির ঘণ্টা(১৯৮০), এখনও অনেক রাত প্রভৃতি চলচ্চিত্র বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। চলচ্চিত্রে অবদানের স্বীকৃত -স্বরূপ তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ছাড়াও পাকিস্তান, মক্কা এবং তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসব পুরস্কার লাভ করে। স্বাধীনতা পরবর্তী চলচ্চিত্র স্বাধীনতার পরে আবির্ভূত চলচ্চিত্র পরিচালকদের মধ্যে আলমগীর কবির (১৯৩৮-১৯৮৯) উল্লেখযোগ্য। তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র হলো ধীরে বহে মেঘনা (১৯৭৩), সূর্য কন্যা (১৯৭৬),সীমানা পেরিয়ে (১৯৭৭), রূপালী সৈকতে (১৯৭৯),মোহন (১৯৮২), পরিণীতা (১৯৮৪)ও মহানায়ক (১৯৮৫)।

স্বাধীনতার বছর ১৯৭১সালে এদেশে ৮টি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। এর মধ্যে নজরুল ইসলামের স্বরলিপি,অশোক ঘোষের নাচের পুতুল, আলমগীর কুমকুমের স্মৃতিটুকু থাক এবং খান আতাউর রহমানের সুখ দুঃখ সামাজিক চলচ্চিত্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭২সালে আলমগীর কবিরের ধীরে বহে মেঘনা, জহিরুল হকের রংবাজ, সুভাষ দত্তের বলাকা নন, ঋত্বিক ঘটকের তিতাস একটি নদীর নাম বাংলা চলচ্চিত্রকে বিশেষ মানে উন্নীত করে।এই সুস্থ ও সুজনশীল ধারায় ১৯৭৪ সালে নির্মিত হয় নারায়ণ ঘোষ মিতার আলোর মিছিল।১৯৭৫ সালে নারায়ণ ঘোষ মিতার লায়োলা,খান আতার সুজন সখী এই ধারারই প্রবাহ।১৯৭৬ সালে ছয়টি চলচ্চিত্র বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ধারণাকেই পাতে দেয়। যেমন রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, হারুনর রশীদের মেঘের অনেক রঙ, আলমগীর কবিরের সূর্য কন্যা,কবীর আনোয়ারের সুপ্রভাত,আবদুস

সামাদের সূর্যগ্রহণ এবং আমজাদ হোসেনের নয়নমনি। ১৯৭৭ সালে আলমগীর কবিরের সীমানা পেরিয়ে,সুভাষ দত্তের বসুন্ধরা পরিচ্ছন্নতাও সুস্থতার দাবিদার। ১৯৭৮ সালে আমজাদ হোসেনের গোলাপি এখন ট্রেনে এবং আব দুল্লাহ আল মামুনের সারেং বৌ শিল্পসফল চলচ্চিত্র হিসেবে নন্দিত। স্বাধীন বাংলাদেশের সবচেয়ে আলোচিত চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয় ১৯৭৯সালে।

মসিউদ্দিন শাকেরগুশেখ নিরামত আলীর যৌথ নির্মাণ সূর্যদীঘল বাড়ি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচয় করিয়ে দেয়। আলমগীর কবিরের রূপালী সৈকতেও এই সময়ের উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র। সত্তর দশক ও আশির শুরুরতে সময়ে নির্মিত চলচ্চিত্র জহিরুল হকের রংবাজ (১৯৭৬), প্রাণসজনী (১৯৮২), রুহুল আমিনের বেইমান (১৯৭৪), অশোক ঘোষের নাচের পুতুল (১৯৭১),সিবি জামানের শুভরাত্রি (৯১৮৫), বেবী ইসলামের চরিব্রহীন (১৯৭৫),নজরুল ইসলামের স্বরলিপি(১৯৭১), আবদুল রতিফ বাচ্চুর যাদুর বর্শি (১৯৭৭), আবদুল্লাহ আল মামুনের সখি তুমি কার(১৯৮০), এখনই সময় (১৯৮০), সৈয়দ হাসান ইমামের লাল সবুজের পালা(১৯৮০) প্রভৃতি।১৯৮০ সালে আমজাদ হোসেনের কসাই, দিলীপ সোমের স্মৃতি তুমি বেদনা দর্শকপ্রিয়তা লাভ করতে সমর্থ হয়। ১৯৮১সালে আমজাদ হোসেনের জন্ম থেকে জুলাছি চলচ্চিত্রের সুস্থ মেজাজ বজায় রাখে।১৯৮২ সালে চাবী নজরুল ইসলামের দেবদাস, মোস্তফা আনোয়ারের কাজল লতা, আবদুস সামাদ খোকনের বড় বাড়ির মেয়ে, মতিন রহমানের লাল কাজল, আলমগীর কবিরের মোহনা সকল অর্থে সুস্থধারার সামাজিক চলচ্চিত্র।১৯৮৩ সালে সিবি জামানের পুরস্কারও এজে মিত্তর মান সন্মান, সুভাষ দত্তের নজমা চলচ্চিত্র চলনাই।

১৯৮৪ সালে অখতারুজ্জামানের প্রিন্সেস চিনা খান,কাজী কাজী হায়াৎ-এর রাজবাড়ি, কামাল আহমেদের গৃহলক্ষ্মী,সুভাষ দত্তের ইসলাম সন্ধ্যা,চাবী নজরুল ইসলামের চন্দনাথ, আমজাদ হোসেনের সখিনার যুদ্ধও ভাত দে।১৯৮৫ সালে শক্তি সামন্ত ও শৈখ হাসান ইমামের অবিচার, সৈয়দ নিরামত আলীর দহন, রাজ্ঞাকের সংভাইওশহিদুল আমিনের রামের স্মৃতি দশকের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। আশির

দশকের শেষার্ধে সুভাষ দত্তের ফুলশয্যা (১৯৮৬), আলমগীর কবিরের পরীণীতা (১৯৮৬),চাবী নজরুল ইসলামের শুভদা, বুলবুল আহমেদের রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত(১৯৮৭), নারায়ণ ঘোষ মিতার হারানো সুর(১৯৮৭), আফতাব খান টুলুর দায়ী কে (১৯৮৭),কবীর আনোয়ারের তোলপাড় (১৯৮৮), মহিউদ্দিন ফারুকের বিরাজবৌ (১৯৮৮)এবং নবাই দশকের প্রথমার্ধে সৈয়দ সালাহউদ্দিন জকীর আয়না বিবির পালা (১৯৯১), এহতেশামের চাঁদনী(১৯৯১) প্রভৃতি চলচ্চিত্র আলোচিত হয়েছে।



চাবী নজরুল ইসলামের হাসন রাজা,তানভীর মোকাম্মেলের লালন(২০০৪), মোব শেদুল ইসলামের দুখাই, লালসালা, আখতারুজ্জামানের পোকাকাকড়ের ঘরবসতি,তারেক মাসুদের মাটির ময়না(২০০২), কাজী মোারশেদের ঘানি (২০০৮) উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন করে নির্মিত এই চলচ্চিত্রগুলো নির্মাণ-কুশলতায় বিশেষ মর্য়াদা লাভ করেছে। আমাদের বিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম চলচ্চিত্র সম্ভবত বিলুপ্ত হতে চলেছে। বিগত প্রায় এক দশক ধরে চলচ্চিত্রের দেউটি নিভু নিভু করছিল। করোনা মহামারী যেন তা এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিচ্ছে। এক-দুই বছর পর পর এক-দুটি সিনেমা তাকে কিছুটা ফুলিয়ে দিলেও,তার শিখাটি উধ্বংস্বী হয়নি। এর মূল কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে তা হচ্ছে, এক, দর্শক চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে নির্মাতাদের সিনেমা নির্মাণ করতে না পারা। দশকের জানা গল্প নিয়ে সিনেমা নির্মাণ করা। যেসব সিনেমা নির্মিত

পারম্পরিক দোযারোপ চলেছে। এখনও তা রয়েছে। এর ফলে যা হয়েছে, যে যার মতো করে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকেছে। হল মালিকরা সিনেমা চালিয়ে লাভবান হতে না পেরে তা বন্ধ করে দিয়ে মার্কেট বা কমিউনিটি সেক্টর নির্মাণের দিকে ঝুঁকেছে। কোনো কোনো সিনেমা হল মালিক হল টিকিয়ে রাখতে ভারতীয় পুরনো সিনেমা আমদানি করে চালিয়েছে। তাতেও কোনো ফল হয়নি। অগত্যা যা হওয়ার তাই হয়েছে এবং হচ্ছে। সিনেমা হল পর্যন্ত আমাদের সিনেমা শিল্পটি যে বন্ধ করে অন্য ব্যবসায় ঝুঁকেছে। এর মধ্যেও আশার আলো হচ্ছে, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান আত্যাধুনিক সিনেপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নেয় এবং সংখ্যাটা দিন দিন বাড়ে। তবে আধুনিক এসব সিনেমা হলে বেশিরভাগই হলিউডের নতুন সিনেমা চালানো হয়। এসব সিনেমা অত্যন্ত চড়ামূল্যে দর্শককে দেখতে হয়। যখন একই দিনে বাংলাদেশসহ বিশ্বে যেসব হলিউডের সিনেমা মুক্তি পায়,দেখা যায়, সেসব সিনেমার টিকিট মূল্য সাত-আটশ' কিংবা তার চেয়েও বেশি এবং তা সামর্থ্যবান দর্শক দেখেছেও। সাধারণ দর্শকের পক্ষে এসব সিনেমা দেখা অসম্ভব। মারে মারে দেশের সিনেমা চালানোও, মানের কারণে হল দর্শকশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে সিনেপ্লেক্সগুলো হলিউডের সিনেমাই বেশি চালায় এবং তারা ব্যবসাও করছে। একরকম স্টার সিনেপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ সারা দেশে শতাধিক সিনেপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে ধানমন্ড, মহাখালি,উত্তরা, মিরপুরসহ দশদশর অন্যান্য জায়গায়ও বেশ কয়েকটি সিনেপ্লেক্স চালুও নির্মাণ করছে। নিশ্চয়ই তারা বিদেশি সিনেমা চালিয়ে সাফল্য পাচ্ছে বলেই কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে সিনেপ্লেক্স নির্মাণ করছে। এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয়, আমাদের দেশের সিনেমা অপারেশনয় হয়ে গেছে। এসব সিনেপ্লেক্সে চালানোর মতো সিনেমা নির্মিত হয় না। তার অর্থ হচ্ছে, একটা সময় আমাদের সিনেমা বিলুপ্ত হবে এবং হলিউড ও মুম্বাই বা বিশ্বের অন্যান্য দেশের সিনেমা আমাদের বাজার দখল করবে। আমাদের সিনেমার ঠাই হবে টেলিভিশন চ্যানেলে। সেখানে বারবার পুরনো সিনেমা দেখতে পারব এবং দীর্ঘস্বাস ছেড়ে স্মৃতিচারণ করব, আমাদের দেশেও এক সময় সিনেমা নির্মিত হতো! বলা বাক্য,আমাদের নির্মাতাদের পক্ষে এখন দর্শক চাহিদা সম্পন্ন বিশ্‌মানের সিনেমা নির্মাণের

সক্ষমতার অভাব রয়েছে। তাদের যদি একটি সিনেমা নির্মাণের জন্য ১০০কোটি টাকা দিয়ে বলা হয়,একটি আন্তর্জাতিক মানের সিনেমা নির্মাণ করে দেন, তাহলে তারা কি পারবে? পারবে না। কারণ তাদের অনেকে বুঝতেই পারবে না সিনেমার কোথায় কোথায় কিভাবে অর্থ ব্যয় করা হবে। ব্যয় করতে পারবে,তবে তা পর্দায় বোঝা যাবে না যে এটি একটি ১০০কোটি টাকা বাজেটের সিনেমা। এর কারণ হচ্ছে,তারা তাদের গৎ বাঁধা ধারা বা ফর্মুলেটেড সিস্টেম থেকে বের হতে পারেনি বা বের হয়ে এ ধরনের সিনেমা নির্মান করেননি। তাহলে উপায় কি? উপায় হচ্ছে, নির্মাতাদের সিনেমা নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা করতে হবে। তাদের চিন্তাশীলা বদলাতে হবে। সিনেমার গল্পের ভিন্নতা এবং এর নির্মাণ কৌশলের আধুনিকতা দিয়ে লগ্নিকরক বা প্রযোজককে কনভিঙ্গ বা আকৃষ্ট করতে হবে। প্রযোজক যদি কনভিঙ্গও হন, তবে নিশ্চয়ই তিনি অর্থ লগ্নি করতে উৎসাহী হবেন। প্রশ্ন আসতে পারে, সিনেমারটি চালাবে কোথায়? ব্যবসা করার মতো সিনেমা হল কি আছে? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, যদি সিনেমারটি মানসম্পন্ন হয় তবে বিদ্যমান সিনেমা হল এবং সিনেপ্লেক্সে চালিয়ে ব্যবসা করা সম্ভব। কারণ আমরা দেখেছি,যে সিনেমা ব্যবসা করবে না বলে আগেই ধরে নেওয়া হয়েছিল,যে সিনেমা ঢাকার বাইরে এক-দুইটি সিনেমা হল মুক্তি দিয়ে ব্যাপক সাফল্য পালে এই সাফল্যের ডেউ শহরগুলোতে এসে লাগে। শহরের সিনেমা হলগুলোও তা চালানো শুরু করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, বেদের মেয়ে জোৎসনা এবং খাইরুন সুন্দরী। সিনেমা দুটি যখন ঢাকার বাইরে দুয়েকটি হলে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল,তখন সেখানে দর্শকের যে জোয়ার শুরু হয়,তা দেশের সব সিনেমা হলগুলোতে গিয়ে পড়ে। কোটি কোটি টাকা ব্যবসা করবে,যা কারো ধারণায় ছিল না। বিষয় হচ্ছে,দর্শকের মন মতো সমন্বোপযোগী সিনেমা নির্মাণ করা হলে তা তারা দেখে এবং সাড়া দেয়। আমাদের নির্মাতা দেরও সমন্বোপযোগী চিন্তা এবং অনুযায়ী সিনেমা নির্মাণ করতে হবে। এখন চলচ্চিত্রে বিষয় ভিত্তিক সিনেমার ট্রেন্ড চলছে। অর্থাৎ সমসাময়িক আলোচিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মাতার মন ওজনশীলতার (ক্রমস্‌)

লেখকদের টাকা দিলেই ভালো লেখা কল্লোল কবি অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

বিশেষ প্রতিবেদক

’কল্লোল’ পত্রিকায় যে সব লেখক বাংলা সাহিত্যে আলোড়নের তুলেছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাদের অন্যতম। ‘কল্লোল’ শুধু নেহাত এক পত্রিকা নয়, বরং সাহিত্যের এক আদোলন। অচিন্ত্যকুমার আন্দরিক অর্থেই সেই সব্যসাচী লেখক যিনি একেবারে ভিন্ন দুই জগৎ, দু’রকম ভাবনা, নিজের লেখার ভিতরে ধারণ করতে পারতেন , সেই এই দুর্লভ গুণেই তিনি স্বতন্ত্র, ব্যতিক্রমী, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি-লেখকদের তালিকায় থাকবেন। কিন্তু কোথাও যেন মনে হয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে নিয়ে আলোচনা, চর্চা কম হয়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের জন্ম অধুনা বাংলাদেশের নোয়াখালীতে। ইংরেজি ক্যালেন্ডারে সেদিন ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৩। ছোটবেলা থেকেই অচিন্ত্যকুমার সাহিত্য অনুরাগী প্রেম, জীবন ও মানুষ লেখার বিষয়বস্তু। কিন্তু নিজের নামে লেখা কবিতা অচিন্ত্যকুমার যতবার বিখ্যাত ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় পাঠান ততবার নাকচ হয়। ততদিনে বাংলা সাহিত্যের আর এক সব্যসাচী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সখ্য গড়ে উঠেছে। ‘স্কুলে তাঁর সহপাঠী ছিলেন। এবার অচিন্ত্য নিজের লেখা ছাপানোর জন্য ভিন্ন পথ গ্রহণ করলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন আর নিজের নামে নয় কোনও মেয়ের নামে কবিতা পাঠানো। নাম নিলেন ‘নীহারিকা’। যেমন ভাবা কবিতাটিকে আবারও পত্রিকায় পাঠালেন ‘নীহারিকা’ ছদ্মনামে। আশ্চর্যজনক ভাবে এইবার তাঁর কবিতাটি ফেরত এল না। বরং পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় (১৯২১) প্রকাশিত হল। মাত্র আঠারো বছর



শরৎচন্দ্র বললেন, তাঁর শরীর অসুস্থ, তাঁর দ্বারা এখন পত্রিকায় লেখা হবে না। কমলকুমাররা পীড়াপীড়ি করতে আবারও বললেন, এখন লেখা অসম্ভব। জিজ্ঞেস করলেন, ‘তা তোমাদের কোন কাজ?’ অচিরেই প্রকাশিতব্য এক সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার নব্য সম্পাদক মণ্ডলীর সঙ্গে এ ভাবেই সে দিনের আলাপ জমে ওঠে শরৎচন্দ্রের। তিনি তরুণ কমলকুমারকে বলেন, ‘তোমরা মৃতন কল্পকে তেরি করো না বাপু! আর আমাদের কথা বাদ দাও, আমরা তো মরে গেছি। আর কি আমাদের দ্বারা পোষায়? কত দিন ধরে লিখছি বলা দিকি? এটা তো মানো সব জিনিসের একটা মোয়াদ হলো জিনিস আছে? এখন আর বয়স কীই বা হয়েছে? আমি তাদের বলি... পাঁজি দেখে কি বয়স

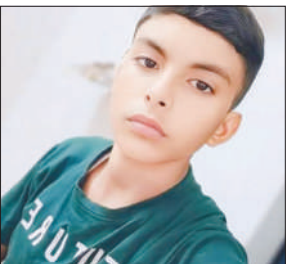
শুনে তাঁর প্রতিক্রিয়া “আমি দেবো আশীর্বাদ লিখে!...আমায় নূতন কাগজ যারাই বার করবো বলে; তৎক্ষণাৎ আমি discourage করি আর আমার কিনা বলছো আশীর্বাদ লিখতে!” কথা এগিয়ে চলে। শরৎচন্দ্রের কথায় উঠে আসে স্পন্দিক, লিখে টাকাপয়সা পাওয়ার প্রসঙ্গও। ভাল লেখা ছাপার জন্য পত্রিকাদেও আর তাদের সম্পাদকেরা উদ্দীপ্ত, কিন্তু শরৎচন্দ্রের মতে, লেখকদের দিকটাও দেখতে হবে। “তারা যে পড়ে পড়ে শুধু লিখবে তার জন্যে Remuneration তো পাওয়া চাই।” প্রাজ্ঞ সাহিত্যিকের পরামর্শ ঃ ভাল লেখকদের ‘বেশ কিছু তো দেওয়া উচিত, যাতে তারা আরো ভালো লিখতে পারে।”

শরৎচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলেন তেমন

লেখকের কথাও, যাঁর বা যাঁদের হয়তো টাকাপয়সা সে অর্থে প্রয়োজন নেই। বলেন আদ্যদশক্করের কথা, যিনি ঠিক শখে লেখেন তা নয়, লেখাটা কর্তব্য বলে মনে করেন বলে লেখেন। শরৎচন্দ্রের মন্তব্য “তার টাকা না হলেও চলে, কিন্তু যারা লেখে তাদের তো পেট চালাতে হবে, এটা তোমাদের কীভাবে দরকার; capitalist-দের জ্বালায় তো দুঃমতো ভাত, আনন্দে খাবার জো নেই। যত পারো শুষছে। সেই সত্যকে প্রকাশের ক্ষমতা যে লেখকের যেমন তিনি সে ভাবেই প্রকাশ করেনেন। প্রাজ্ঞ লেখকের মত, “অনেকে দেখছি হঠাৎ খোয়াল বশে একটা নমুন কিছু করব বলে ঠিক করে কিন্তু তা হয় না; সত্যটা সনাতন, শুধু তাকে প্রকাশের ভঙ্গিতে নূতন বলে মনে হয়।” আর একটা প্রসঙ্গে বেশ জোর দিয়ে কথা বলেছিলেন শরৎচন্দ্র। “পেপার বার করতে পারবে কিন্তু নোংরামি করো না, আজকালকার সাহিত্যে অনেক নোংরা জিনিস চলছে; তোমরা নোংরামি করো না!...তোমারোমিটা চিরদিনের নয়, ক্ষণেকের। প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় হয়তো অনেকে নোংরা লেখা পড়ে, এবং লুকিয়ে পড়ে, কিন্তু লম্বা করে দেখো পড়ার পর সে লজ্জা পায়।

নদীয়ায় নিখোঁজ ছাত্রের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২০ সেপ্টেম্বর : নদীয়ার নাকশিাপাড়া গ্রাইভেট টিউন স্নম পড়তে গিয়ে নিখোঁজ ছাত্রের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। মৃত ছাত্রের নাম প্রীতম বিশ্বাস। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলেছে পুলিশের উচপদস্থ আধিকারিক সহ বিশাল বাহিনী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশের উচপদস্থ আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার প্রাইভেট পড়তে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরোয় নবম শ্রেণির ছাত্র প্রীতম বিশ্বাস। প্রাইভেট পড়তে সে আর বাড়িতে ফেরেনি। দীর্ঘ খোঁজাখুঁজির পর স্থানীয় নাকশিাপাড়া থানায়



মৌখিকভাবে মিসিং-এর অভিযোগ জানায় পরিবার প্রথমে। শুক্রবার সকালে নাকশিাপাড়া থানার মেয়াপাড়ার একটি স্কুলের মাঠের দেয়াল তার দেহ দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। সন্দেশেই খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নাকশিাপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ

পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরিবার সূত্রে খবর, মৃত ছাত্রের মোবাইল ফোনে গেম খেলার প্রচলিত নেশা ছিল। সম্ভবত মোবাইল সংক্রান্ত কোনও কারণেই এই খুন বলে মনে করছে পরিবার। মৃত ছাত্রের সঙ্গ থাকা মোবাইল ফোনটির কোনও হান্দি পাওয়া যায়নি এখনও। পরিবার মনে করছে, এটা পরিকল্পনা মার্কিত খুন। অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করতে হবে নাকশিাপাড়া থানার পুলিশ। ঘটনায় তদন্তের স্বার্থে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে মৃত ছাত্রের বন্ধুবান্ধবদের।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিষ্ণি, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমগ্রকৃতির কাজ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সচ/সিপিডব্লিউ/এইসবি/এমইএস অথবা কোনও পার্বত্য সেক্টর উদ্যোগের সাথে রেলস্টেশন/গেজিটলাভ্যানে থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আবেদন করবেন: সিনিয়র ডিভিশন/এইসবি/এচডব্লিউ/এইচ-ই-টেন্ডার নং ১৮৭, ২০২৪-২৫, তারিখ ১৮.০৯.২০২৪।

কাজের বিবরণ: হাওড়া স্টেশনে ক্যান্টনমেন্ট ডিভিশনের প্রাথমিক পরিবর্তনের জন্য রান্না রন্ধনের সংস্থা রান্নাঘর ও টয়লেট, গ্যাংওরের সংস্থা, রুফ টিউমেন্ট ইত্যাদি।

আনুমানিক ব্যয়: ৬৮,৬৬,৯৫২.৬৪ টাকা।

বায়না মূল্য: ১,৬৬,৭০০ টাকা।

টেন্ডার ফর্মের মূল্য : শূন্য। কাজ শেষের মেয়াদ: আগস্টেই লটারি ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস।

টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ১৫.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বারক নিষ্পত্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্থিতিক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম বৈধতায় হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআইআইএসিএ ওয়েবসাইটে গৃহীত হবে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে।

টেন্ডারের বিবরণ www.ireps.gov.in উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে টেন্ডার অফার জমা করতে টেন্ডারপ্রদানের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটেই মাধ্যমে কেসকলার নটে বাধ্যতী অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে।

স্বাক্ষর : আইআইআইএসিএ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আবেদন করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিরাও ডিপোজিট রিসিট (এইচআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও বায়নামূল্য অফার গ্রাহ্য হবে না।

কেন্সন (MWH-299/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.e.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুগ্রহ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য বর্ধমান চালা হচ্ছে ‘পিক্স ভ্যান’

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২০ সেপ্টেম্বর : আর জি কর কাণ্ডের পর থেকে এই রাজ্যে নারীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তমসেই পুজোর মরশুম। কোনওভাবেই নারীনিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের। পুজোর সময় নারীদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিশেষ মোবাইল পেট্রোলিং ভ্যান চালু করা হচ্ছে। গোলাপি রঙে সাজানো এই পিক্স মোবাইল পেট্রোলিং ভ্যান এবারের পুজোয় শহর সহ বিভিন্ন

এলাকায় টহল দেবে। এই পিক্স ভ্যানে থাকবেন একজন মহিলা পুলিশ অফিসার সহ কয়েকজন মহিলা পুলিশ কনস্টেবল। মূলতঃ এই পিক্স মোবাইল মহিলাদের সুরক্ষিত রাখতে বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে যাবে। ইতিমধ্যে জেলার মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ মহিলা বাইক বাহিনী রয়েছে। অতিরিক্ত ভাবে এই ভান হাতে আসায় মহিলা নিরাপত্তায় আরো একশাপি এগিয়ে গেল পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ (আইপিএস) জানিয়েছেন, জেলার মহিলাদের সুরক্ষার জন্য তারা সর্বদা তত্ব রেখেছেন। দুর্গাপুজো উপলক্ষে বর্ধমান শহর সহ সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর ভীড় হয়। বাইরে থেকেও এই সময় অনেকেই আসেন বর্ধমানে। তাই মহিলাদের অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে শনিবার এই পিক্স মোবাইল ভ্যানে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে এবং মহিলা থানার হাতে তা তুলে দেওয়া হবে জানিয়েছেন তিনি।

নবদ্বীপ থানায় অনুষ্ঠিত হলো সরকারি অনুদান চেক বিতরণ কর্মসূচী

দূরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২০ সেপ্টেম্বর : বাংলার দুর্গাপুজোকে আরও প্রসারিত করার লক্ষ্যে রাজা সরকার ইতিমধ্যে নিয়েছে নানা পদক্ষেপ। তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলো বিভিন্ন পুজো কমিটিকে আর্থিক সাহায্য, বা অনুদান। যদিও সরকারের এই অনুদান প্রদানকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরও হয় রাজনৈতিক সহ নানা তরজা। তবুও রাজ্য সরকার বিগত বছরের মতো এবছরও রাজ্যের বিভিন্ন পুজো উদ্যোগতাদের অনুদান দেবার কথা ঘোষণা করেছে আর এবছর প্রতি পুজো কমিটিকে সরকারের তরফে ৮৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেবার কথা ঘোষণা করেছে সরকারের তরফে। আর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি নদীয়ার নবদ্বীপ এলাকাতেও বিভিন্ন পুজো কমিটি গুলোকে সরকারের এই অনুদান চেক প্রদান করা হলো বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর নবদ্বীপ থানা প্রাঙ্গন থেকে। পুলিশ সূত্রে জানা যায় এবছর নবদ্বীপ থানার অন্তর্ভুক্ত এলাকার মোট ১১৫ টি পুজো কমিটিকে এই সরকারি অনুদান এর চেক বিতরণ করা হয় এদিনের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। নবদ্বীপ শহর ও ব্লক মিলিয়ে এই ১২৫ টি পুজো কমিটির মধ্যে অসংখ্য মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটিও রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, ছিলেন পৌরপতি বিনাম কৃষ্ণ সাহা, এছাড়াও ছিলেন নবদ্বীপ থানারএকাধিক পুলিশ আধিকারিক, ও শহরের অসংখ্য পুজো কমিটি। রাজা সরকারের তরফে এই অনুদান পেয়ে খুশি সকল পুজো কমিটি।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রান দেওয়া হল



দূরন্ত বার্তা, জামালপুর, ২০ সেপ্টেম্বর : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বৃহস্পতিবার জামালপুর ব্লকে বন্যা কবলিত মানুষদের সাথে দেখা করে কথা বলে গেছেন রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তারপরেই জেলার মিটিংয়ের পর তিনি জামালপুরে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ১৫০০ জন মানুষের জন্য পাঠালেন ত্রাণ সামগ্রী। শুক্রবার ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতিদের ডেকে জামালপুর ব্লক তৃণমূল পাটি অফিস থেকে তাদের হাতে সেই ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের হাতে ত্রান তুলে দেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান ও বিধায়ক অলক কুমার মাঝি। ব্লক সভাপতি বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। তিনি নিজে হুগলিতে বন্যা কবলিত এলাকাস্থল ঘুরে দেখে মানুষের সাথে কথা বলেছেন। তিনিই রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে জামালপুরে পাঠিয়েছিলেন। রাজ্যের মন্ত্রী এখান থেকে পরিদর্শন করে গিয়ে দলীয়ভাবে ১৫০০ জনের জন্য ত্রাণ পাঠিয়েছেন। এগুলো আজ ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতিদের হাতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য দেওয়া হলো। বিধায়ক অলক কুমার মাঝি জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ত্রান ব্লকের ক্ষতিগ্রস্তদের মানুষদের কাছে

পৌঁছে দেওয়া হবে। ১৩ টি অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতিরা এই কাজ করবেন। মা- মাটি- মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের কথা ভাবেন। তাই তার নির্দেশেই এই ত্রান তুলে দেওয়া হল ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে।

Office of the Pradhan
Rakhera-Bishpuria Gram Panchayat
VIII+ PO-Bishpuria, PS-Hura, Dist.
Purulia.
e-mail id: rishpuriasg@gmail.com
Notice of Inviting E-Tender
From Rakhera Bishpuria Gram Panchayat, Hura, Purulia Published the following e-NIT-02/RBGP/2 nd call Dated -19/07/2024. More Details www.wbtender.gov.in.
Sd/- Pradh
Rakhera-Bishpuria Gram Panchayat.

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 732313
Memo. No. 3166/BDO/JLD-II, Dated: 20/09/2024
Notice
Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: NIT No.-1(e)/BDO/JLD-II/2023-24 dt. 03.08.2023 as 4 th Call, for 3 nos. scheme (Tender ID 2023_DM_554368_57 to 2023_DM_554368_59), within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is 04.10.2024 upto to 05:00 pm respectively. Details may be obtained from website: <https://wbtenders.gov.in>
Sd/- Block Development Officer
Jhalda-II Development Block

Office of the councilor
Dhuliyani Municipality
P.O. Dhuliyani, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-Tender
Ref: CHLYN/15th_GRNT/06/2024-2025
The Chairman, Dhuliyani Municipality invites e-tender from the eligible and bonafied resourceful contractors.
Last date of Bid submission: 01.10.2024 at 18.00 Hrs. For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyani Municipality website: www.dhuliyanimunicipality.org
Sd/- Chairman
Dhuliyani Municipality

Office of THE BLOCK DEV. OFFICER
Joypur Dev. Block,
Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER
NO: NIT-07/BDO/J.DB/2024-25
E-tenders are invited by the undersigned from the eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents up to 3.00 PM OF 28/09/2024 for 2 nos. of work. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website www.wbtenders.gov.in in any working day before the Last date for submission of bid documents.
Sd/- Block Development Officer
Joypur Development Block

Tender has invited by the Executive Officer, Pursurah Panchayat Samity for Construction for Drinking Water, Drainage, Dining Hall & Toilet, NIT No. 14/ PUR/BDO/24-25 Dt.- 20.09.2024, Tender ID No. 2024_ZPHD_755071_1, NIT No. 15/PUR/BDO/24-25 Dt.- 20.09.2024, Tender ID No. 2024_ZPHD_754942_1 to 6. Last date for submission of Tender: 28/09/24 upto to 5.00 P.M. wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
Pursurah**Hooghly

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409
NIT No: 101/SGPI/NieT/BSM/GWM/24-25
For and on behalf of the Salap-2 Panchayat for the work of Construction of Filter Chamber at Nibra CT(07 nos.) Last date of download of document up to 07.09.2024 at 05.00 PM. Bid Submission end date: 07.09.2024 at 05.00 P.M. Bid Opening Date(Technical) 10.09.2024 at 11.30 A.M. Details are available in: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat
Uttar Nibra, Howrah

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 732313
Memo. No. 3166/BDO/JLD-II, Dated: 20/09/2024
Notice
Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: NIT No.-1(e)/BDO/JLD-II/2023-24 dt. 03.08.2023 as 4 th Call, for 3 nos. scheme (Tender ID 2023_DM_554368_57 to 2023_DM_554368_59), within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is 04.10.2024 upto to 05:00 pm respectively. Details may be obtained from website: <https://wbtenders.gov.in>
Sd/- Block Development Officer
Jhalda-II Development Block

Office of the councilor
Dhuliyani Municipality
P.O. Dhuliyani, Dist Murshidabad
Notice Inviting E-Tender
Ref: CHLYN/15th_GRNT/06/2024-2025
The Chairman, Dhuliyani Municipality invites e-tender from the eligible and bonafied resourceful contractors.
Last date of Bid submission: 01.10.2024 at 18.00 Hrs. For further details please visit WB Tenders.Gov.in & Dhuliyani Municipality website: www.dhuliyanimunicipality.org
Sd/- Chairman
Dhuliyani Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
টেন্ডার নোটস নং ১ পিসিএমএ/ডিভিএনএল/টিপি/২০২৪/০৪, তারিখ ২০.০৯.২০২৪, “ই” প্রেক্ষিতরফেট সিস্টেম-এর জন্য টেন্ডার, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে প্রিন্সিপাল চিফ মৌরিয়াসল ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর কার্যালয় (নতুন তল), নিউ আডমিনিস্ট্রাটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনবীচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪০ কর্তৃক www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা নিম্নোক্ত ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সকল টেন্ডার দুপুর ২টায় বন্ধ হবে।

ক্রম নং, টেন্ডার নং, খোলার তারিখ, সর্বক্ষিপ্ত বিবরণ, পরিমাণ এবং প্রদেয় বায়না অর্থ নিম্নরূপ ১, ৩৮২৪১৫৪৫৭, ০৯.০১.২০২৫, কেইও ডিভাইস ডিস্ট্রিবিউটর ভালভ-এর জন্য প্রশার ট্রান্সফরমার টাইট-ডিউট১১এ। ৪৪০টি, ₹ ১,১৯,৪২০। ৩. ৫৬২৪৪১২৩৮, ০৭.১০.২০২৪, এলইডি সিগনাল লাইট-এর ওপর রুট, শাফট এবং কলিং-এর চার টুকু। ৯০০০টি, ₹ ১১,৩০,৮২০। ৪. ৩৩২৪৫০১৪, ০৩.১০.২০২৪, এলএইচবি কোসসমূহের বগি ফ্রেম। ১১০টি, ₹ ৭,০২,৫৪০। ৫. ৩৩২৪৫০১৪, ১৪.১০.২০২৪, পাওয়ার ক্যাব ক্যাবের লাইগজ রুমের আরএইচ এবং এলএইচ লাইভিং হাউজ। ৪০ টো, ₹ ১,১৯,৯৬০। ৬. ৫৬২৪৫০১৪, ০৪.১০.২০২৪, ১৫ টন ক্ষমতার ইগুট ফ্রেনো। ০৫টি, ₹ ৪,৬২,৫৩০। ৭. ৪০২৪৩০১৭, ১৫.১০.২০২৪, কপার কন্ডাক্টর বা তার পরিবাহী সমগ্র ১৫০ বর্গ মিিমি (হেলু, লাল, নীল) পাতলা দেয়ালযুক্ত ইলেক্ট্রোমেরিক বেসলে। ৯০০০ মিটার, ₹ ৬,০২,৬৩০। ৮. ৪০২৪৩০১৭, ০৪.১০.২০২৪, আরএমপিউ কোয় ইন্টারিফ জনা হারমোনিয়ালি সিল্ড স্ক্রোল কমপেশার। ২৮৫টি, ₹ ২,৩৯,২০১। ৯. আইসিডি২৪৫১২৩৮, ২২.১০.২০২৪, এলইডি স্ট্রাড লাইট সিস্টেম সমেত বিরাট আলোর জন্য হাই মাস্ট লাইটিং টাওয়ার। ২৫টি, ₹ ২,২৪,৫০০। ১০. ১৯২৪৫০১৭, ১৭.১০.২০২৪, রুম মাস্টসেট-এর রফিমি সিস্টেম। ১৯০টি, ₹ ৮,৫১,৯২০। ১১. ৩৮২৪০৪৭৮, ১৭.১০.২০২৪, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রাউট বিয়ার প্যাড ইত্যাদি। ১২৯৪০টি, ₹ ৪,৯০,৬৩০।

আত্মীয় ডিভার্সিটি টেন্ডার প্রদানের ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিন্দ, বিবরণ ও নিম্নলিখিত বিবরণে জানতে এবং অনলাইনে টেন্ডার প্রদানের লাইন বন্ধ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। এই ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো হাফেজতে পুলিশ ক্যার দরজার পৃষ্ঠীত হবে না। স্বাক্ষর: সজ্জা টেন্ডারপ্রদানকে নিয়মা সফল টেন্ডার অংশ নিতে এবং পরবর্তীকালে কোনো সংশোধনী প্রকাশিত হলে সে বিষয়ে নির্মিত www.ireps.gov.in পেপ্তে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(PR-632) প্রিন্সিপাল চিফ মৌরিয়াসল ম্যানেজার/গার্ডেনবীচ

পূর্ব রেলওয়ে
হাওড়া ডিভিশনে পার্সেল স্পেস লিজের দেবার জন্য ই-অর্কশন
নং ১ পিসিএ/পার্সেল/লিজ/লং টার্ম ই-অর্ক/ইউআই/২০২৪/পি.টি.-III, তারিখ ১৬.০৯.২০২৪। রেলওয়ে প্রশাসন নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অর্কশন আহ্বান করছে। কাজের নাম ১ অডিআরপিএস ওয়েবসাইটে ই-অর্কশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে বাটা শুরু করা ০৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১০টি এসএলআর এবং ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩টি আরটিভি ই-অর্কশন। বিনদ নিম্নম ও শর্তাবলী সম্বলিত অ-হাওয়ারযোগ্য অর্কশন ক্যাটাগরি www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। www.ireps.gov.in-এ ই-অর্কশন মডিউলের মাধ্যমে আলোচা ই-অর্কশনের জন্য বিড জমা করতে হবে। ই-অর্কশন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণের জন্য, মার্চেন্টের www.ireps.gov.in-এ এককালীন রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও মার্চেন্টের ক্লাস-III ডিভিডাল সিগনেচার নিতে হবে। অর্কশন ক্যাটাগরির বিবরণ ১ ● অর্কশন ক্যাটাগরি নং ১ পিসিএল-এইচডব্লিউএইচ-এল-২৪-৯ডি। ● ট্রেন ১ ০৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ১০টি এসএলআর এবং ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩টি আরটিভি। ● অর্কশন শুরুর তারিখ ও সময় ৩০.০৯.২০২৪-এ দুপুর ১টা। সিনিয়র ডিভিশনাল কমানিশিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া মে তল, রেল যাত্রী নিবাস বিষ্ণি, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১০১০ (MWH-297/2024-25) টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট www.e.indianrailways.gov.in www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। আমদের অনুগ্রহ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পারুলিয়া বেলগাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
চিকানা- বেলগাছি, পোস্ট-পূর্বহলী, জিলা-পূর্ববঙ্গাল, ৭১৩৫১৩
নিবন্ধন সংখ্যাঃ- ৯কটি, তারিখ-২০.০১.১৯৮৫
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা পারুলিয়া বেলগাছি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে, সমিতির পরিচালক পরিষদে সদস্যদের নির্বাচন উপলক্ষে বায়না ২৭.১০.২০২৪ (বর্ধমান) তারিখে এক বিশেষ সাধারণ সভায় আহ্বান করা ইচ্ছা করে। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখার নিম্নলিখিত সূচা অনুবাহী সমিতি পরিচালক হুজুর নং (০১) জন সদস্য। সদস্য। নির্বাচন করিবার জন্য সমিতির সকল সদস্য আহ্বান করা ইচ্ছা করে।
আলোচ্যসূচীঃ- সমিতির পরিচালক পরিষদে সদস্য/সদস্য নির্বাচন।
ক্রম বিষয় নির্ধারিত নির্ধারিত নির্ধারিত নির্ধারিত নির্ধারিত নির্ধারিত
০১. মনোনয়ন পত্র বন্টন ২০.০৯.২০২৪, সোমবার বেলা ১১টা সমিতির কার্যালয় থেকে দুপুর ২টা
০২. মনোনয়ন পত্র জমা ২৪.০৯.২০২৪, মঙ্গলবার বেলা ১১টা সমিতির কার্যালয় থেকে দুপুর ২টা
০৩. মনোনয়ন পর পরীক্ষা ২৫.০৯.২০২৪, বুধবার বেলা ১১টা সমিতির কার্যালয়
০৪. বৈধ মনোনয়নপত্রের তারিখ প্রকাশ ২৫.০৯.২০২৪, বুধবার মনোনয়নপত্র সমিতির কার্যালয় পরীক্ষার অব্যাহত ও নোটস বোর্ড পরেই
০৫. বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ২৬.০৯.২০২৪, বৃহস্পতিবার বিকালে ৩টো পর্যন্ত সমিতির কার্যালয়
০৬. প্রত্যাশিত শেষ ২৬.০৯.২০২৪, বৃহস্পতিবার বিকালে ৩টো পর্যন্ত সমিতির কার্যালয় চূড়ান্ত প্রার্থী তারিখ প্রকাশ
০৭. প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন ২৭.০৯.২০২৪, শুক্রবার সকাল ১১টা সমিতির কার্যালয়
০৮. ভোট বহর (যদি প্রয়োজন হয়) ২৭.১০.২০২৪, রবিবার বেলা ১১টা বেগবাছি জি এস ডেপুটি পুত্র ১টা
০৯. ভোট গণনা ও ফল প্রকাশ ২৭.০৯.২০২৪, রবিবার বেগবাছি জি এস ডেপুটি পুত্র ১টা
● মনোনয়নপত্র দাখিলের প্রথম দিনের হিসাবে প্রার্থীর সমিতিতে সদস্য পদের মেয়াদ মূল্যায়ন একবার হতে হবে।
● যারা অস্বাস্থ্যবাহী মনোনয়ন ১০-ম্বর নির্দেশ দাখিল করতেন হবে। অন্যান্য পদের মূল্যায়ন সমিতির অফিসে পাওয়া যাবে। যারা অস্বাস্থ্যবাহী পরিচালক হুজুর নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট প্রার্থীত থাকতে হবে, বৃহস্পতিবার অস্বাস্থ্যবাহী পরিচালক হুজুর নির্বাচনের ক্ষেত্রে বন্ধ থাকবে। (লেন্ডন WBSC Act 2006 amendment up to date WBSC Rules 2011)
● ভোটারের পরিচয় প্রমাণ করবার জন্য ভোটারের নির্বাচন কার্ড কাস্ট্রিফি কে কোনও প্রমাণপত্র ভোটারের সঙ্গে আনতে হবে। SC/ST সর্বক্ষিপ্ত সিঙ্গেল কাস্ট্রিফি (জাতি শপথকার) আবেদন। নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে জামাবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।
● প্রার্থীরা প্রত্যাশিতের জন্য প্রার্থীকে স্বয়ং উপস্থিত হতে নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে।
তারিখঃ ২০.০৯.২০২৪
স্থানঃ সমিতির কার্যালয়

BERGER PAINTS INDIA LIMITED
Loss of Share Certificates
NOTICE is hereby given that the following Share Certificate of Berger Paints India Limited having registered office at Berger House, 129, Park Street, Kolkata - 700017 have been lost, misplaced; stolen and/or are untraceable and the shares have been transferred to the Investor Education & Protection Fund (IPEPF) Authority.
Member's Regd. folio Share Certificate No(s.) No of Shares Distinctive Nos. From To
06813 405440 409730 3648 1093754017 - 1093754475
I/We, being the Claimant(s) shall be applying to the IEPF Authority/Company for re-credit of the shares transferred as per the IEPF Rules. Any person having any objection to the re-credit of the Shares covered in the said original share certificate to the applicant / claimant, is requested to lodge his / her objection thereto with the Company at the above address or with their Registrars, C B MANAGEMENT SERVICES (P) LTD., RASOI COURT, 5th Floor, 20 R N Mukherjee Road, Kolkata - 700001 in writing, within 15 days from the date of publication of this Notice.
PREM KRISHNA VAYUVEGULA Villa 174 , Villa Orchids, Near Janapriya Arcadia Kowkoor, Hyderabadab Telangana - 500010
Place : Hyderabad Date : 20.09.2024

TARAKESWAR MUNICIPALITY e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality Extends Time for Bid Submission end date and Bid opening date for following Development work within Tarakeswar Municipality:
CORRIGENDUM
Sl. No. Tender for Time Extension of e-Bid submission end date Time Extension of Technical Bid Opening date
1 2024_MAD_741745_1 01.10.2024 03.10.2024
2 2024_MAD_741745_2 01.10.2024 03.10.2024
3 2024_MAD_741745_3 01.10.2024 03.10.2024

Details information will be available from the website- <http://wbtenders.gov.in>
Chairman
Tarakeswar Municipality

OFFICE OF THE KHALISANI GRAM PANCHAYAT
KHALISANI: RAJAPUR:HOWRAH
Notice Inviting E-Tender
Notice inviting e-tender for 27 (twenty seven) numbers of work which have been published online on dated 19/09/2024 & 20/09/2024 (Tender ID : 2024_ZPHD_752795_1 to 14, 2024_ZPHD_753326_1 to 8 & 2024_ZPHD_753348_1 to 5). Last date of submission of bids are on 28/09/2024. EMD will be received by A/C payee NEFT/RTGS within 28/09/2024 at 12.00 PM. Details are available in the office of undersigned and <https://wbtenders.gov.in/> portal.
Sd/- Pradhan
Khalisani Gram Panchayat

NOTICE INVITING e-TENDER No. 15 OF 2024-2025 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D. Tenderreference No: WBPWD/AE/SER/NIT_15/2024_2025
The Assistant Engineer, Serampore Sub-Division/P.W.D. invites e-tender for (Two) nos work. Name of work - Emergent patch repair works for Sarkia to Chanditola via Benaras road from chainage 16.40km to chainage 17.20km under Serampore Sub Division of Hooghly Division, PWD during the year 2024-25. Tender ID: 2024_PWD_754962_1
Name of work - Repairing of 2nd Floor isolation ward of Walsh SDH under Serampore Sub Division (PWD) of Hooghly Division (PWD) during the year 2024-25. Tender ID: 2024_PWD_754962_2
Document Download/Sale start date (online) from 21.09.2024 at 10.00 a.m. Bid submission date (online) from 21.09.2024 at 10.30 a.m. upto 27.09.2024 at 11.00 a.m. Date of opening of Technical Bid (Online) 30.09.2024 at 11.30 a.m. For details please visit office of the undersigned on any working days. Details may be downloaded from <http://etender.wb.nic.in> or from the Departmental Website <http://wbtender.in>
Sd/- Assistant Engineer, Serampore Sub Division, P.W.D.

PWD(GOVT.OF WB)TENDER NOTICE
Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites online e- tender for the work of "Supply, Installation, Testing & Commissioning of Air-Conditioning Machines along with allied electrical installation works at the new set up of Doctor's and Nurse's Rooms for implementation of " Rattifier Sathi" at Sadar Campus of Deben Mahato Government Medical College & Hospital, Purulia in the District of Purulia." e-NIQ No. 14 of 2024-2025 Tender ID:- 2024_WBPWD_755142_1 Bid submission start date [online]:- 21-09-2024 from 10:00am Bid submission closing date [online]:- 24-09-2024 from 10:00am Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- <http://wbtenders.gov.in>
Sd/ A. Maji Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.D.

Abridged Notice Inviting e-Tender
Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 5 nos. various works. For details visit www.wbtenders.gov.in Tender ID : 2024_ZPHD_753759_1 to 2024_ZPHD_753759_2 and 2024_ZPHD_753768_1 to 2024_ZPHD_753768_2. Last Date and time 27-09-2024, 6:00 PM. Ref. NIT14 & 15/24-25.
Sd/-BDO, Namkhana Dev. Block & Executive Officer, Namkhana Panchayat Samiti, District South 24 Parganas

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH-711409
NIT No: (1) 111/SGPI/NieT/BS SFC(Tied)/24-25, (2) 112/SGPI/NieT/5 th SFC(Untied)/24-25 For and on behalf of the Salap-2 Panchayat for the total 8 (Eight) Nos. different works. Last date of download of document up to 20.09.2024 at 05.00 PM. Bid Submission end date: 20.09.2024 at 05.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) 23.09.2024 at 11.00 A.M. Details are available in: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Salap-2 Gram Panchayat
Uttar Nibra, Howrah

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT
Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC invites e-tender online, two part Bid system for the following works:—
1. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/136/24-25
Name of Work: Installation of Street Lighting System at Samajgarh, Azadgarh and other areas in Ward No.-95, Br-X. Estimated Amount: ₹ 1,99,629.73. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 10 Days.
2. NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/131/24-25
Name of Work: Operation &

চাষবাস

প্রবল বৃষ্টিতে নষ্ট হচ্ছে ফুল ও ফসল

মাথায় হাত চাষিদের

ডিভিসি জল ছাড়াতে ফুল নগরী আজ জলের তলায় চলে গেছে। ফলে বাজারে ফুলের চাহিদা আগের থেকে অনেক কম রয়েছে। অন্যদিকে নিম্নচাপের প্রভাবে টানা বৃষ্টিতে ডিজেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি। লাগাতার বৃষ্টি হয়েই চলেছে। ফলে, কোথাও চাষের জমি, কোথাও লোকালয় চলে গিয়েছে জলের তলায়। বন্যা হওয়ার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। টানা বৃষ্টির জেরে বিশ্বকর্মা পুজোয় ফুলের দাম ছিল আকাশছোঁয়া। টানা বৃষ্টিতে বনগাঁ পুরসভার একাধিক



এলাকা-সহ বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটার বিস্তীর্ণ চাষের জমিতে জল জমেছে। এর ফলে ফসল নষ্টের আতঙ্কে ভুগতে শুরু করেছেন কৃষকরা। পুরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের একাধিক এলাকা, ৬

নম্বর ওয়ার্ডে দীনবন্ধু নগর, তাবু কলোনি-সহ একাধিক এলাকায় জলবন্দি বাসিন্দারা। বিদ্যুৎ না থাকায় বাহ্যত হচ্ছে মোটার চালিয়ে নিকাশির কাজও। ফলে, একাধিক জায়গা জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। সাপ,

শোককামাকড়ের আতঙ্কে ভুগছেন স্থানীয়রা। ধারাবাহিক বৃষ্টিতে বন্যা হওয়ার শঙ্কা করছেন বাসিন্দারা। ভারী বৃষ্টিতে বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটার একাধিক চাষের জমিতে জল জমেছে। বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলর-সহ পুরকর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি ঘুরে দেখছেন। খোঁজ নেন ব্লক অফিসের আধিকারিকরাও। অন্যদিকে, গত দুদিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি, সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ায় নষ্ট হয়েছে বহু ফুল। এই পুজোয় ফুলের

দাম আকাশছোঁয়া, তার ওপর সামনে দুর্গাপূজো দাম বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন হাওড়ার ফুলচাষিরা। বিশ্বকর্মা পুজোয় ও ছিল ফুলের দাম। দোপাটি, রজনী, গাঁদা-সহ সব ধরনের ফুলই দরকার হয়। তবে গাঁদার চাহিদা বেশি। বিশেষ করে হলুদ গাঁদা ফুলের মালার তো ব্যাপক চাহিদা থাকে। প্রতিবছর এই সময় ফুলচাষিরা পুজোর এক সপ্তাহ আগে থেকে ফুল তুলে তা হিমঘরে রেখে দেন। আর পুজোয় তা সেখান থেকে বের করেন। তাছাড়া ফুল টাটকা থাকার জন্য দিন দুই-তিনকে আগে সেই ফুল বের করে অন্যত্র বিপণন করেন ফুলচাষিরা। এতে তাঁরা কিছুটা বাড়তি রোজগার করতে পারেন। হাওড়ার বাগানান ২ নম্বর ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার ফুলচাষিরা মূলত এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এছাড়া এক নম্বর ব্লকের কয়েকটি ফুলচাষিরা। বিশ্বকর্মা পুজোয় ও ছিল ফুলের দাম। দোপাটি, রজনী, গাঁদা-সহ সব ধরনের ফুলই দরকার

সংগ্রহের এই ঘটটি থেকে যাচ্ছে। বিশ্বকর্মা পুজোর ফুলের বাজারে এর প্রভাব পড়ে ছিল, এমনটাই জানিয়েছেন সারা বাংলা ফুলচাষি ও ফুল ব্যবসারী সমিতির রাজ্য সম্পাদক নারায়ণ নায়েক। শুধু তাই নয়, বৃষ্টির জন্য ফুলের পাপড়িতে দাগও হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেলেও সেই ফুল বাজারজাত করার আগে দাগওয়ালা ফুল বাদ দিতে হবে।

এতেও ফুলের জোগান কমে যাবে। স্বাভাবিকভাবে ফুলের দাম বাড়বে। একই কথা জানিয়েছেন বাগানানের বাঁকুড়দহ গ্রামের ফুলচাষি পুলক ধাড়াও। সমস্যায় পড়েছেন প্রতিমা শিল্পীরাও। বৃষ্টির ফলে প্রতিমা শিল্পীরা ঠিকাকার করে মূর্তি গড়তে পারছেন না। বৃষ্টি পড়ে অনেক প্রতিমার কিছু অংশ ধুয়ে যাচ্ছে। ফলে বাইরে থেকে সব প্রতিমাকে নির্দিষ্ট জায়গায় তুলে এনে রাখতে হচ্ছে। কোথাও আবার ত্রিপল ঢাকা দিয়ে রাখতে হচ্ছে। এতেও সব প্রতিমাকে সুরক্ষিত রাখা যাচ্ছে না বলে দাবি প্রতিমা শিল্পীদের।

যার জেরে সময়ে প্রতিমা ডেলিভারি দেওয়া নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন বাড়িওয়ালা খানার বুড়িখালির তাপস রুইসাদ। আমতা খানার শেরপুরের প্রতিমা শিল্পী গোপাল পালও সমস্যায় পড়েছেন। বাগানানের প্রতিমা শিল্পী পলাশ পুরকাইত জানান, কোনওরকমে ত্রিপল টাঙিয়ে বিশ্বকর্মার প্রতিমা গড়ার কাজ করছেন। অন্যদিকে, লাগাতার বৃষ্টিতে হুগলি সদর শহর টুঁচুড়া-সহ ব্যান্ডেলের একাধিক জায়গা অনেকেসং প্রাণিত হয়েছে।

পরিছন্ন আখের ছিবড়ে ও ছাল দিয়ে দেবী দুর্গার একই অঙ্গে দুই রূপ ফুটিয়ে তুললেন বাঁকুড়ার শিল্পী অর্পিতা সরকার



অনিরুদ্ধ সরকার,বাঁকুড়া, ২০ সেপ্টেম্বরঃ শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় আখের খোসা দিয়ে ফুটে উঠল দেবী দুর্গার একচালা মূর্তি। ফেলে দেওয়া পরিছন্ন আখের খোসা থেকে দেবী দুর্গার একচালা মূর্তি বানিয়ে ফের শিরোনামে এল বাঁকুড়া শহরের পাঠকপাড়ার শিল্পী অর্পিতা সরকার।এই প্রথমবার নয়, আনন্দময়ী আগমূনির সুর বাজলেই শিল্পীর মনে আসে, ভিন্নরূপে মাকে তুলে ধরনার ভাবনা। সারা বছরই বাড়ির মধ্যে থাকা নানান উপকরণ ব্যবহার করে, গহনা- ঘর সাজানোর জিনিসপত্র থেকে উপহার, নিজের হাতের শিল্প সন্তায় ফুটিয়ে তোলেন। পেনসিলের খোসা থেকে রসূনের খোসা কখনোবা নারকেলের চোপড়া কিন্ডা ভুট্টার খোসায় বা আলপিনের মাথায় বারংবার ফুটে উঠেছে দেবীর দুর্গার রূপ। তবে এবার ফেলে দেওয়া আখের খোসা থেকেই একচালা আট ইঞ্চির পাঁচতানে উপর ফুটে উঠল দেবীর রূপ, দেবীর সাথে স্থান পেল অসুর-সিংহও। তবে এবার মূর্তি একটি ভিন্ন ধরনের, মূর্তি সজ্জার সাথে রয়েছে থিমের সাদৃশ্য। অর্পিতা দেবীর হাতের ছোয়ার যেনো এবার নারী নির্ঘাতনের প্রতিবাদী সন্ধ্যা। এই মূর্তিতে দেবী দুর্গার শরীর দুভাগে বিভক্ত। মূর্তির এক পাশ অসুরবদনী দেবীরূপে দেখা মিলেও অন্যগাশ নির্ঘাতিতা এক রমনীর প্রতিমূর্তি যা দুর্গত্মাশিনীর রূপ। দেবীর গলায় একপাশে অলংকার সজ্জিত ও আর একপাশে ফাঁসির দড়ি। চালাতেই রয়েছে নোংরা হাতের হাতছানি, ফাঁসির দড়ি থেকে অপরাধের হাতকড়া। দেবীর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে নির্ঘাতনের ছাপ। সমাজে নারির নির্ঘাতন যেনো দেবীর নির্ঘাতন তাই দেবী নিজেই সেই নির্ঘাতনে হাতে তুলেছেন অস্ত্র। এমনই দৃশ্য। আখের ছিবড়ে ও ছাল ব্যবহার করর সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই থিমা। অর্পিতা দেবীর অধরনের থিমের উদ্দেশ্য একটাই নারী নির্ঘাতনে হাত থেকে সমাজকে বাঁচানো। প্রতিটি নারীর মধ্যেই মা বাস করছেন। তাই দেবী মা এর প্রতিমার শিল্প সজ্জায় অভিনব প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ুক দিকে একইে এমনই ভাবনা তার। অর্পিতা দেবী দুই সন্তানের জননী। সংতারে হাজিরো জুজি সন্মারের প্রতিবছরই শিল্পকর্ম দিয়ে ভিন্ন রূপে মা কে তুলে ধরে শিরোনামে এসেছেন। বর্তমানে তার ঋষ্যবর্ভাডি কেন্দ্রয়াদিহির ভকত পাড়ায় হলেও বাপের বাড়ি শহরের পাঠকপাড়ায়। স্বামী মধুসূদন সরকার পুকুরিয়ার পূর্ত দপ্তরের কর্মী। অর্পিতা দেবী জানান দেবীর প্রতি ভক্তি এবং সমাজের প্রতি ক্ষোধের লেমিশে প্রতিদিন রাত জেগে একটি একটি করে প্রায় এক মাস ধরে এই মূর্তি বানিয়েছি। সমাজকে অসুর রূপী মানুষদের হাত থেকে নিরাপত্তা সুরক্ষিত করাই আমাদের প্রত্যাকের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের সমাজের নারীদেরও একই অঙ্গে দুই রূপ থাকতে হবে হাতে। সামনে অসুর পেলেই হাতে তুলে নিতে হবে অস্ত্র এবার মায়ের কাছে এটাই পার্থনা থাকলে যাতে সমাজ সুরক্ষিত থাকে।

জেল থেকে মুক্তি পেলেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের মেয়ে

কারাগার থেকে দুই বছর পর মুক্তি পেয়েছেন ইরানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আকবর হাশেমি রাফসানজানির মেয়ে। গত বুধবার ফায়োজাহ হাশেমি রাফসানজানিকে (৬১) তেহরানের এভিন কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। ফায়োজাহ দেশটির প্রাক্তন আইনপ্রণেতা ও মানবাধিকারকর্মী।

তাকে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ফায়োজাহর বিরুদ্ধে কুর্দি তরুণী মাসা আমিনির মৃত্যুর ঘটনায় সৃষ্ট বিক্ষোভে লোকজনকে উসকানি দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল। এই ঘটনায় ফায়োজাহকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। পরে তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে আপিল বিভাগের রুলে তাঁর মুক্তি মেলে। এর আগে ২০১২ সালে ইরানের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অভিযোগে দেশী স্যাবস্ত করা হয়েছিল ফায়োজাহকে।

Name Change.
I, MD RAKIBUL ISLAM S/O Azzul Haque resident of Vill-Bank Para, P.O.-Saidkhat, P.S.-Nahali Hal Shibdaspur, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743145 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name MD RAKIBUL ISLAM instead of RAKIBUL ISLAM, my wife's actual name ULUFA KHATUN instead of LULFA BIBI and my son's actual name MD AHADUL ISLAM instead of AHADUL ISLAM, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Barasat, North 24 Parganas on 19/02/2024. MD RAKIBUL ISLAM and RAKIBUL ISLAM both are same and identical person. LULFA KHATUN and LULFA BIBI both are same and identical person. MD AHADUL ISLAM and AHADUL ISLAM both are same and identical person.

Name Change.
I, Harekshisha Guria S/O Late Pranab Gopal Guria resident of Vill-Dakshin Chandanpuri, P.O. - Chandanpuri, P.S.-Namkhana, Dist-South 24 Parganas WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my mother's actual name Lakhi Guria instead of Lakshi Guria, Lakshmi Guria and my father's actual name PRAB GOPAL GURIA instead of PRABAS GOPAL GURIA, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kaddipur, South 24 Pgs. Lakhi Guria, Lakshi Guria and Lakshmi Guria all are same and identical person. PRANAB GOPAL GURIA and PRANAB GURIA both are same and one identical person.

Name Change.
I, SUSANTA BISWAS (Old Name) S/O SUSHIL BISWAS, Residing at Vill-Mugraip, P.O.-Chandandaha, P.S.-Taherpur, Nadia, Pin-741121, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as SUSHANTA BISWAS (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 20-09-2024. SU-SANTA BISWAS (Old Name) and SUSHANTA BISWAS (New Name) both are same and one identical person.

Name Change.
I, Nooreen Fatima (Old Name) D/o. Mohammad Jawed W/o. Nadeem Ahmad Residing at 15a/1,G.J., Khan Road, Tl-jala, District - 24 Pgs (S), Pin - 700039,W.B have changed my name and shall henceforth be known as Naureen Fatama (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 20-09-24. Noureen Fatama (New Name) and Nooreen Fatima (Old Name) both are same and one identical person

Name Change.
I, (Old Name) BAZLUR RAHAMAN S/o- MD REFATULLAH, Residing at, Vill- Jhunka, Post- Jhunka, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742134, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from BAZLUR RAHAMAN to MD BAZLUR RAHAMAN (New Name) and henceforth I shall be Known as (New Name) MD BAZLUR RAHAMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024. MD BAZLUR RAHAMAN and BAZLUR RAHAMAN both are Same and one identical person.

Name Change.
I, (Old Name) SUMON PRAMANICK S/O-NITYANANDA PRAMANICK, Residing at, Vill- Ulsai, Post- Ulsai, Ps- Hanskhal, Dist- Nadia, Pin- 741502, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from SUMON PRAMANICK TO SUMAN PRAMANICK (New Name) and henceforth I shall be Known as (New Name) SUMAN PRAMANICK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 Sep 2024. SUMAN PRAMANICK and SUMON PRAMANICK both are Same and one identical person.

Name Change.
I, (Old Name) PABITRA DEY S/O-BISWANATH DEY, Residing at, 73/2, S.C Aown Road, Post & Ps- Rishra, Dist- Hoogly, Pin- 712248, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from PABITRA DEY TO PABITRA DE. (New Name) and henceforth I Shall be Known as (New Name) PABITRA DE in all purpose Vide an affidavit No- 1623 Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 Sep 2024. PABITRA DE and PABITRA DEY both are Same and one identical person.

Name Change.
I, (Old Name) SUJATA DEY W/o- PABITRA DE, Residing at, 73/2, S.C Aown Road, Post & Ps- Rishra, Dist- Hoogly, Pin- 712248, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from SUJATA DEY TO SUJATA DE. (New Name) and henceforth I Shall be Known as (New Name) SUJATA DE in all purpose Vide an affidavit No- 1624 Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 Sep 2024. SUJATA DE and SUJATA DEY both are Same and one identical person.

Name Change.
I, (Old Name) ANUKUL KUMAR BISWAS S/o- AMULYA BISWAS, Residing at, Vill- Swarnakhal, Post- Swarnakhal, Ps- Krishnagan, Dist- Nadia, Pin- 741506, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from ANUKUL KUMAR BISWAS TO ANUKUL BISWAS (New Name) and henceforth I Shall be Known as (New Name) ANUKUL BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 Sep 2024. ANUKUL BISWAS and ANUKUL KUMAR BISWAS both are Same and one identical person.

বিচারককে গুলি করে হত্যা

যুক্তরাষ্ট্রের কেষ্টাকি অঙ্গরাজ্যে আদালত ভবনের ভেতরে বস্খিতগুার পর এক বিচারককে গুলি করে হত্যার অভিযোগে এক শেরিফকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ৪৩ বছর বয়সী ওই শেরিফের নাম মিকি স্টিনেস। তিনি কেষ্টাকি অঙ্গরাজ্যের লোচার কাউন্টির শেরিফ। কেষ্টাকি অঙ্গরাজ্য পুলিশের এক বিবৃতিতে বলা হয়, লোচার কাউন্টি আদালত ভবনে বিচারক কেভিন মুলিন্সকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ৫৪ বছর বয়সী মুলিন্স ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক ছিলেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ছাড়াই শেরিফ মিকি স্টিনেসকে নিরাপত্তা হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। বিচারককে গুলি করার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা উল্লেখ করেন পুলিশ। স্টিনেসের বিরুদ্ধে পূর্বপরিষ্কৃতভাবে হত্যার (ফার্স্ট ডিগ্রি মার্ডার) একটি অভিযোগ আনা হয়েছে। এঙ্গে দেওয়া পোস্টে কেষ্টাকির গভরর অ্যান্ডি বেশিয়ার লিখেছেন, ‘এ বিশ্বে অনেক বেশি সহিষনতা হচ্ছে। সুন্দর আগামীর পথ তৈরি হওয়ার জন্য প্রার্থনা করছি।’ কেষ্টাকির আর্টিন জেনারেল রাসেল কোলম্যান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, তাঁর কার্যালয় এ মামলাটি

নিয়ে বিশেষ কৌঁসুলির সঙ্গে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা পুরোপুরি তদন্ত করব এবং ন্যায়বিচার চাইবা।’কেষ্টাকির বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে বলা হয়েছে, আজ (বৃহস্পতিবার) লোচার কাউন্টিতে যে মামলিক ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে আদালত অবগত আছে। অঙ্গরাজ্য পুলিশকে তাদের তদন্তে পুরোপুরি সহযোগিতা দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।’ লোচার কাউন্টির হুইটসবার্গ আসনে এ গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। লুইসভিলে থেকে প্রায় ২২০ মাইল দক্ষিণপূর্বে এবং ডার্জিনিয়া সীমান্তের কাছে হুইটসবার্গের অবস্থান। হুইটসবার্গভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য মাইউটেন ইগলের প্রতিবেদনে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলা হয়, স্টিনেস প্রথমে ওই বিচারকের কার্যালয়ের অভ্যর্থনা কক্ষে যান। সেখানে তিনি আদালতের কর্মীদের বনেন যে বিচারক মুলিন্সের সঙ্গে তাঁর একান্তে কথা বলা প্রয়োজন। এরপর মুলিন্সের কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে যান স্টিনেস। তখন দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে ভেতর থেকে গুলির শব্দ পাওয়া যায়। মাইউটেন ইগলের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ঘটনার পর স্টিনেস তাঁর হাত উঁচু করে হেঁটে বের হয়ে আসেন এবং পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

২৫ তম বর্ষে আন্স্পায়ারস অব ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল



মুমিত পালিত, কলকাতা, ২০ সেপ্টেম্বরঃ আন্স্পায়ারস অব ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল দেখাত দেহাতে ২৫ বছরে পা রাখল। ২০ সেপ্টেম্বর সকালে ইডেন গার্ডেনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হলো ২৪ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান। প্রতিবছরের মতো এই বছরও এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্যবস্থা করা হয় রক্তদান শিবির সহ বিভিন্ন হেলথ চেকআপের। এদিন প্রায় ৬০ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। ছিল ব্লাড সুগার, ব্লাড প্রেসার, ইসিজি, বোন ডেনসিটি সহ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা। এদিন সিএবি প্রেসিডেন্ট মোহাশী গাঙ্গুলী প্রাক্তন ক্রিকেটার বুলন গোস্বামী, সৌরভ গাঙ্গুলী, পিচ বিউরেটর সুজন মুখার্জী, সিএবির আন্স্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী, আন্স্পায়ার্স এসোসিয়েশন সেক্রেটারি কনিষ্ক রায়চৌধুরী, অবজারভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত মল্লিক সহ রূপালি পর্দার কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রী ছিলেন। ছিলেন সিএবি আন্স্পায়াররাও। তারা সমন্বরে সিএবির আন্তরিকতায় মুগ্ধতা

প্রকাশ করেন। সিএবি প্রেসিডেন্ট মোহাশী গাঙ্গুলী আন্স্পায়ারদের বীমা ও স্বাস্থ্য বীমা ক্ষেত্রে সিএবি যে তৎপর সে ব্যাপারেও আলোকপাত করেন এবং এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরিসেয়ে সংস্থার সম্পাদক কনিষ্ক রায়চৌধুরী জানানলেন আগামী বছর রক্ত জয়ন্তী বড় উপলক্ষে আরো বড় রকমের কিছু ভাবনা থাকবে। এছাড়াও আন্স্পায়ারদের মানোন্নয়নের এবং অন্যান্য মার্কমীদের মানোন্নয়নের জন্যও তারা এবং সিএবি আন্তরিকভাবে কাজ করে চলেছে।

ট্রেনে সুরক্ষা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের একাধিক পদক্ষেপ

মালিগাঁও, ২০ সেপ্টেম্বরঃ যাত্রার সময় যাত্রীদের সুরক্ষা ও সুস্থতাকে অগ্রাধিকার দেওয়াই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রধান লক্ষ্য। এর জন্য তার পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ ও উন্নীতকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে, যাতে সুরক্ষা ও স্বাস্থ্যদ্রের উচ্চ মানদণ্ড পূরণ করা যায়। ভারতীয় রেলওয়ের আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা অনুযায়ী, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার রুটগুলিতে চলাচল করা ট্রেনগুলিতে প্রচলিত আইসিএফ কোচগুলিকে আধুনিক লিংকে হফম্যান বুশ (এলএইচবি) কোচে রূপান্তর করার কাজ চালাচ্ছে। এই আধুনিক এলএইচবি কোচগুলি ফায়ার অ্যান্ড স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম (এফএসডিএস), ফায়ার ডিটেকশন স্যাপ্রেশন সিস্টেম (এফডিএসএস)-এর পাশাপাশি অ্যারোসল ভিত্তিক ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেমের মতো অত্যধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা সজ্জিত। বর্তমানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে মোট এলএইচবি



রেকের সাথে ৬২ জোড়া ট্রেন পরিচালনা করা হচ্ছে (নতুন প্রবর্তন সহ)।

এলএইচবি কোচগুলি সংঘর্ষ প্রতিরোধী প্রযুক্তি দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে, যার ফলে দুর্ঘটনার সময় প্রাণহানি কম হয়। এছাড়াও, উচ্চ গতির সময় দক্ষ ব্রেকিং ব্যবস্থার

জন্ম প্রত্যেকটি কোচে রয়েছে একটি করে ‘‘অ্যডভান্সড নিউমোটিক ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম। মোট ১০৬০টি এলএইচবি এসি কোচে এফএসডিএস, ১৫৩টি পাওয়ার কার এবং ৬৮টি প্যাস্টি কারে এফডিএসএস স্থানন করা হয়েছে। পাশাপাশি ২৬৭টি এসি কোচ

অ্যারোসল ভিত্তিক ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেম দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে। ট্রেনে আগুন শনাক্তকরণ ব্যবস্থার ফলে অনাকাঙ্খিত অগ্নিকণ্ডের সম্মুখীন হওয়া ট্রেনের যে কোনও কোচের অবস্থান নিরীক্ষণে সাহায্য হয় এবং এর প্রতিরোধের জন্য অ্যালার্ম

বাজাতেও সাহায্য করে। অগ্নিকণ্ডের ঘটনা শনাক্তকরণের পূর্বাভাস এবং নির্ভরযোগ্য সতর্কবাণী আতঙ্ক ও আঘাত প্রতিরোধ করতে পারে, যার ফলে ট্রেন পরিবহায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি কম হয়। সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে সমস্ত পাওয়ার কার, প্যাস্টি কার এবং এসি কোচগুলিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে উপযুক্ত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা দ্বারা সজ্জিত করা হচ্ছে।

রেলের নিরাপত্তার উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর উন্নয়ন করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালানো হয়।

পাশাপাশি, সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, সুরক্ষা প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগত ত্রুটির দুর্বল স্থানগুলি চিহ্নিত করতে এবং যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধের উপায় প্রদান করতে নিম্নিত্ত বিরতিতে রেলের পরিকাঠামোর পর্যায়ক্রমিক সুরক্ষা অভিযান, সুরক্ষার পরীক্ষা-নিরীক্ষাপরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বাজাতেও সাহায্য করে। অগ্নিকণ্ডের ঘটনা শনাক্তকরণের পূর্বাভাস এবং নির্ভরযোগ্য সতর্কবাণী আতঙ্ক ও আঘাত প্রতিরোধ করতে পারে, যার ফলে ট্রেন পরিবহায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি কম হয়। সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে সমস্ত পাওয়ার কার, প্যাস্টি কার এবং এসি কোচগুলিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে উপযুক্ত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা দ্বারা সজ্জিত করা হচ্ছে।

রেলের নিরাপত্তার উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর উন্নয়ন করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালানো হয়। পাশাপাশি, সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ, সুরক্ষা প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগত ত্রুটির দুর্বল স্থানগুলি চিহ্নিত করতে এবং যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধের উপায় প্রদান করতে নিম্নিত্ত বিরতিতে রেলের পরিকাঠামোর পর্যায়ক্রমিক সুরক্ষা অভিযান, সুরক্ষার পরীক্ষা-নিরীক্ষাপরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

কদমতলা মহিলা দুর্গোৎসব কমিটি আয়োজিত পুজোর দশ

দুরন্ত বার্তা, জিরানপুর, ২০ সেপ্টেম্বর : এই গ্রামে কোনও দুর্গাপূজো আগে হত না। পুজোর দিনে দূর থেকে ভেসে আসা পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ আর ঢাকের আওয়াজে মন ভরা হত এখানকার সকলের। প্রায় দেড় কিমি উজিয়ে মহাষ্টমীর অঞ্জলি দিতে যাওয়াও ছিল খুব মুশকিলের। সবমিলিয়ে পুজোয় নিমন্ত্রণ থাকত কোচবিহার-১ রুকের জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট রুয়েরকু টি কদমতলায়। এই পরিস্থিতিতে ২০১৫ সালে গ্রামের মহিলারাই এগিয়ে আসেন। তাঁদের উদ্যোগেই শুরু হয় এখানকার একমাত্র পুজো। মায়ে প্রচুর বাধা এলেও সেসব উত্বরে এবার কদমতলা মহিলা দুর্গো্‌সব কমিটি আয়োজিত পুজোর দশ বছর। ইতিমধ্যেই যার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অনেকের এখন দম ফেলার ফুরসত নেই। সকাল থেকে ঘরকন্না সামলে রাজ বিকালে তাঁরা পুজোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকছেন। প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রামের বাকিরাও তাঁদের সাহায্য করছেন। এই গ্রামে হাতেগোনা কয়েকটি হিন্দু



পরিবারের বাস। পুজো আয়োজনের ক্ষেত্রে যা অন্যতম প্রতিবন্ধকতা ছিল। কিন্তু মহিলারা একবার পুজো আয়োজনে উদ্যোগী হতেই গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা জাতিধর্মনির্বিশেষে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন বলে জানতে পারা গিয়েছ। পুজো কমিটির সম্পাদক বললেন, ‘কতদিন পুজো চালাতে পারব সেই ভয় শুরু থেকেই ছিল। কিন্তু মা দুর্গার আশীর্বাদ এবং সকলের সহায়তাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ধারাবাহিকভাবে পুজোর আয়োজন করতে পারছি।’ গত চার বছর ধরে এই পুজো রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদান পাচ্ছে। পুজো কমিটির

কোষাধ্যক্ষ জানালেন, ‘ মূল্যবন্দির ফলে পুজোর খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। তাই এখন শুধু নিজেদের আর্থিক সাহায্য ও সংগৃহীত চাঁদার ওপর ভরসা করে পুজো করা অত্যন্ত কঠিন। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের আর্থিক অনুদানের জন্য পুজোয় সুবিধা হয়েছে।’ জাঁকজমকের পরিবর্তে নিয়মনিষ্ঠা এই পুজোর মূল সম্পদ। এখানে পুজোর দিনগুলিতে সকলে মিলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অভূড়া, গল্পে মেতে থাকেন। আর তাতেই জমে থাকা রুদ্রি আর নিজেদের অঙ্গশ্ৰুপ্রাপ্তি, বেদনাগুলো কোথায় যেন চলে যায়। আনন্দে কয়েকটা দিন বেশ কেটে যায়।



জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজের জেলা সদর হাসপাতাল চক্কর জুড়ে রাতভর চললো ছবি আঁকা। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ। সেই সঙ্গে নারীদের নিরাপত্তার দাবিতে ছবি এঁকে নিজেদের দাবি তুলে ধরলেন মেডিক্যাল এর দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়ারা।

কল্যাণীর বিধায়ক অশ্বিকা রায়ের বাড়ির সামনে বিজেপির বিক্ষোভ



দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২০ সেপ্টেম্বর : নদীয়ার কল্যাণি বিধানসভার বিধায়ক অশ্বিকা রায়ের বাড়িতে বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভ। অভিযোগ গতকাল রাতে কল্যাণী সেন্ট্রাল পার্কে বিজেপির পার্টি অফিসে (শ্যামাপ্রসাদ ভবনে) বিজেপি ব্লব মর্চারে নেতা সুকদেব মাইতি কে বেধড়ক মারধর করে বিধায়ক অশ্বিকা রায়ের আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় পার্টি অফিসে থাকা মহিলাদেরও শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ বিধায়ক আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। যদিও এর পর বিজেপির পক্ষ থেকে প্রাণ সংশয়ের আশা নিয়ে কল্যাণী থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়। এরপর আজ বিধায়কের বাড়ির সামনে বিজেপি কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে বিক্ষোভ দেখান। ভাঙা হয় বিধায়কের গাড়ির কাঁচ। আন্দোলন করী দের দাবি বিধায়কের পদত্যাগ। যদিও এই বিষয়ে বিধায়কের এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাইনি। ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশ। এলাকায় চরম উত্তেজনা।

পুজো কমিটিগুলোর হাতে পুজোর অনুদান তুলে দেওয়া হল ধুপগুড়িতে

দুর্গা পুজো হাতে-গোনা মাত্র আর কয়েকদিন বাকি, এরই মধ্য পুজো কমিটিগুলোর হাতে পুজোর চেক (অনুদান) তুলে দেওয়া হল ধুপগুড়ি তো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জির যোচিত দুর্গা পুজো ২০২৪ এর অনুদান ৭৫ হাজার থেকে বাায়ে ৮৫ হাজার টাকা ক্লাবগুলিকে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারই বাস্তবত রূপ পেলো। ১১৬ টি ক্লাবের হাতে চেক প্রদান করলেন জলপাইগুাঁ জেলার ধুপগুড়ি থানা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। উপস্থিত ছিলেন ধুপগুড়ির মহকুমা শাসক, বিভিন্ন ধুপগুড়ির আইসি এবং ধুপগুড়ির বিধায়ক সহ বিশিষ্ট জনেরা। চেক হাতে পেয়ে খুশি পুজো কমিটির সদস্যরা।

শারদীয়ার সঙ্গে তিলোত্তমার বিচার, নিরাপত্তায় বাড়তি নজর জেলা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি , ২০ সেপ্টম্বর : এগিয়ে আসছে শারদীয়া উৎসব, এরই সঙ্গে চলছে তিলোত্তমার বিচার চেয়ে নিত্য দিনের নানান কর্মসূচি। এমন আবহে নিরাপত্তায় বাড়তি নজর জেলা জুড়ে শুরু করছে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ প্রশাসন। তারই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার গভীর রাত পর্যন্ত জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় চলে নাকা চেকিং, সহ পুলিশের মহিলা বাহিনী উইনার্স দলের টহল। এই প্রসঙ্গে জেলা সদরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, শহরের মূল কেন্দ্র গুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

বাস-র উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান

কোচবিহার,২০ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার দুপুরে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমে কোচবিহার সেন্ট্রাল বাস টার্মিনাসে একটি এস রাক্টে বাস, দুটি নন এসি রাক্টে বাস, দুটি সি.এন.জি বাস এর উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। আজ নতুন বাস উদ্বোধনের পাশাপাশি সফল কর্মীনের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয় এই অনুষ্ঠানে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায় সহ ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিঁপলাই এই দিন ফিতে কেটে এবং সবুজ পতাকা নাড়িয়ে বাস গুলোর শুভ উদ্বোধন করেন। তার পাশাপাশি সংস্থার কর্মীদের ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হয়।

বাঁশের সাঁকোই যাতায়াতের ভরসা বঞ্চুকামারির বাসিন্দাদের

২০ সেপ্টেম্বর : সিকিয়াঝোরা নদীর উপর নড়বড়ে একটি ভাঙাচোরা দুর্বল বাঁশের সাঁকো। যা দিয়ে প্রায় ২০০টি পরিবারের যাতায়াত করেন। কিন্তু কি বর্ষায় সেটি যথারীতি ভেঙে পড়ে। ফলে, জলমগ্ন হয়ে প্রায় বিচ্ছিন্ন দ্বীপবাসীর মতো থাকতে হয় ওই এলাকার মানুষজনকে। গত কয়েক বছর ধরে নিয়মিত এমন ঘটনাই ঘটছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বঞ্চুকামারির ১২১১৬ নম্বর বুথে। প্রতি বছর বর্ষায় সাঁকোটি ভাঙলেও স্থানীয় প্রশাসন থেকে নতুন করে সেটি তৈরি বা সংস্কার করা হয় না বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। এমনকি, স্থানীয় বাসিন্দারা প্রয়োজনের তাগিদে নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করে সেটি সংস্কার করে পারাপার করেন বলে দাবি জানান। এখন ওই সাঁকোটির জায়গায় দ্রুত নতুন পাকা সেতু তৈরির দাবি জানান এলাকার বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার বঞ্চুকামারির ১২১১৬ নম্বর বুথে গিয়ে দেখা যায়, পুরোনো কাঠের পাটাতনের উপর থাকা বাঁশের সাঁকো দিয়ে স্থানীয়রা চলাফেরা করছেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দা বৃথুরাম ওরাও জানান, এলাকার প্রায় ২৫০টি পরিবারের ওই বাঁশের সাঁকো ছাড়া যাতায়াতের বিকল্প কোনও পথ নেই। কারণ, অন্য পাশে আরেকটি রাস্তা থাকলেও সেখানে থাকা দুটি বাঁশের সাঁকো পুরোপুরি ভেঙে পড়ে রয়েছে। স্বভাবতই ওই পথে যাতায়াত কার্যত বন্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু এই রাস্তায় থাকা বাঁশের সাঁকোটি কয়েকদিন আগেও ভাঙা অবস্থায় পড়েছিল। সেতুটির এমন বেহাল দশার জন্য খুদে পড়ুয়াদের স্কুলে যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যা দেখা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রতি বছর বর্ষায় ওই এলাকার বাসিন্দাদের কার্যত একেবারে জনবিচ্ছিন্ন অবস্থায় দিন কাটাতে দেখা যায় বলে তাদের দাবি। তাই, দ্রুত ওই বাঁশের সাঁকোটির জায়গায় নতুন পাকা সেতু তৈরির দাবি জানান। এদিন ওই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, সাঁকোটি দিয়ে সহিকেল নিয়ে চলাচল করা গেলেও দু'চাকার গাড়ি নিয়ে পারাপার করা সম্ভব নয়। স্থানীয়রা জানান, বর্ষায় প্রায় গোটা এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় তখন এখানে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা নৌকা। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় দিনকয়েক আগে কাঠের খুঁটি লাগিয়ে যাতায়াতের জন্য নড়বড়ে সাঁকোটিকে আংশিক মেরামত করা হয়েছিল। এ বিষয়ে প্রশাসনের নানা মহলে লিখিত এবং মৌখিকভাবে কয়েকবার জানানো হলেও এখনও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

অর্থলগ্ন করে গলায় জুতার মালা পরিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘোরানো হল এক মহিলাকে

দুরন্ত বার্তা, মেখলিগঞ্জ , ২০ সেপ্টেম্বর : এ যেন মধ্য যুগীয় ঘটনা।দুশ্চরিত্রা আখ্যা দিয়ে অর্থলগ্ন করে, গলায় জুতার মালা পরিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘোরানো হল এক মহিলাকে। যার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। চরম অপমানে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করল লাঞ্জিতা ওই গৃহবধূ। কোচবিহার জেলার চ্যারাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই ঘটনা ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন অসুস্থ ওই গৃহবধূ। ঘটনার প্রেক্ষিতে মেখলিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এই ঘটনায় যুক্ত সন্দেহে এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে পাঁচ মহিলাকে। এদিন ধৃতদের মেখলিগঞ্জ মহকু মা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্ত্রী ও পুত্র সন্তানকে নিয়ে চ্যারাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় কামাত এলাকায় বসবাস করেন এক টোটো চালক। তাঁর স্ত্রী কাজের সূত্রে বাইরে থাকেন। দুদিন হল স্বামীর বাড়িতে ফিরেছেন ওই গৃহবধূ।



গ্রামবাসীদের একাংশের অভিযোগ, ওই গৃহবধুর স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। সেজন্য এলাকায় ফেরার পরেই গৃহবধুর বাড়িতে চড়াও হয় গ্রামবাসীদের একাংশ। গৃহবধুকে বাড়ি থেকে টেনেহিঁড়ড় গলায় জুতার মালা পরিয়ে এলাকায় ঘোরানো হয় বলে অভিযোগ। অর্থনগ্ন করে মহিলাকে গণপ্রহার করা হয় বলেও অভিযোগ। এই ঘটনার পরেই অপমানে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে ওই গৃহবধূ। সংকটজনক

নারী নিগ্রহে পুজোয় সরব যৌনকর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২০ সেপ্টেম্বর : নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবার কোচবিহারের যৌনকর্মীরাও গর্জে উঠেছেন। এবারে তাঁদের আয়োজিত দুর্গাপুজো থেকে আরজি কর কাণ্ড সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘটা নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদ জানানো হবে। কোচবিহার শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের প্রিয়গঞ্জ কলোনিতে যৌনকর্মীদের ৬৮তম দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। জোরকদমে মণ্ডুপ গাড়ার কাজ চলছে। পুজো কমিটির সম্পাদক বিজলি ঘোষের কথায়, ‘ পুজোয় এই এলাকায় বহু মানুষের সমাগম হয়। নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে এখানে ব্যানার, পোস্টার লাগানো হবে।’ যৌনকর্মীদের দাবি, ‘তিলোত্তমার বিচার চাই।’ প্রিয়গঞ্জ কলোনি কাঁলীবাড়ি ইউনিটের স্থায়ী মন্দিরে প্রতিবছরই দুর্গাপুজো হয়। মূলত সেখানকার যৌনকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারাই সেই পুজোর আয়োজন করেন। চাঁদা সংগ্রহ, পুজোর কেনাকাটা, প্রসাদ বিতরণ, সমস্ত তাঁরা নিজেদের হাতেই করেন। স্থায়ী মন্দিরে সারাবছরই কালীপুজো করা হয়। দুর্গাপুজোর জন্য কয়েক মাস আগে থেকে সেখানে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। স্থায়ী মন্দিরেই পুজো তৈরি করা হচ্ছে। বাঁশ, গাছের ডাল, কাপড় দিয়ে কাল্পনিক মন্দিরের আদলে



মণ্ডুপ তৈরি হচ্ছে। দুটি প্রতিমার আয়োজন করা হচ্ছে। সেগুলির একটিতে পুজো হবে। অন্যটি প্রদর্শনীর জন্য থাকবে। পুজোর বাজেট প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা। পুজো এগিয়ে আসতেই আয়োজকদের ব্যস্ততা বেড়েছে। তাপসী দাশ, ছবি দাস, স্বপ্না বর্মনদের সহা গেল নিজেদের কাজের ফাঁকে মণ্ডুপ গারর কাজের তদারকি করছেন। আয়োজক রেখা রায় বলেছেন, ‘ মেনে প্রতি বছর এই পুজো হয়। এবার আমরা কার্নিভালেও অংশ নেব।’ স্থানীয় কাউন্সিলারের বক্তব্য, ‘

বিচারের দাবিতে অনড় থেকেই উৎসবে ফেরার আহ্বান মহিলা ঢাকিদের

দুরন্ত বার্তা, বারাসত, ২০ সেপ্টেম্বর : বছরের অন্যান্য সময় কেউ বিডি বাঁধেন, কেউ সেলাইয়ের কাজ করেন, কেউ বা পাট ছাড়ানোর কাজ করেন। কিন্তু এই কাজের মধ্যেও তাঁদের মন পড়ে থাকে উমার আগমনে ঢাকের বোলা তৈয়ারি জন্য। কারণ, এই সময়ে মোটা উপার্জন হয়। কিন্তু এবছর আর জি কর কাণ্ডের জেরে উৎসবে ভাটা পাচ্ছে। একের পর এক অনুষ্ঠান বাতিল হচ্ছে তাঁদের। তাই তরুণী চিকিৎসকের ন্যায়বিচার চাওয়ার পাশাপাশি উৎসবে ফেরার আহ্বান জানানচ্ছেন অশোকনগর কয়াদাঙার মহিলা ঢাকিরা। এঁদের সংখ্যা কমবেশি ৭০জন। এছাড়াও পুজোর মরশুমে অন্যান্য শাজের কাজে যুক্ত থাকেন আরও ২০-২৫জন মহিলা।

সবমিলিয়ে মহিলাদের সংখ্যা প্রায় ১০০জন। প্রতি বছর কলকাতা-সহ উত্তরবঙ্গ, রাজ্যের একাধিক জেলা ছায়ে দিল্লি, গুৱগাঁও, মুম্বাইয়ের মতো ভিনরাজেও তাঁদের অনুষ্ঠানের বুকি থাকে। কিন্তু এবছর দুর্গোপসের আগে আগস্ট মাসে ১ তারিখ কলকাতার বুকে ঘটে গিয়েছে নারকীয় ঘটনা। আর জি কর কর্মত অবস্থায় ঘর্ষণের পর খুন করা হয়েছে তরুণী চিকিৎসকে। তার বিচারের দাবিতে ‘দখল’ করেছেন মেয়েরা। কর্মবিরতি করে আঠে দালন চালিয়ে যাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। প্রায় প্রতিদিনই পথে নেমে প্রতিবাদ করছেন অমজনতা। রাজ্য ছড়িয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি বিদেশেও আছড়ে পড়েছে প্রতিবাদের ঢেউ।

ফুঁসছে ভাগীরথী, বাড়লো জলস্তর, পূর্ব বর্ধমান এবং নদীয়ার একমাত্র সংযোগকারী ফেরিঘাট বন্ধ করল প্রশাসন

অঞ্জন শুকুল, নদীয়া, ২০ সেপ্টেম্বর : হু হু করে বাড়ছে ভাগীরথীর জলস্তর, বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জল বাড়ার কারণে বুকি নিয়ে পারাপার চলছিল নদীয়ার শান্তিপুর নুসিংহপুর ফেরি ঘাটে। তবে রাত বাড়তেই বাড়লো জলস্তর। ফেরিঘাট সহ পার্শ্ববর্তী বাসস্ট্যান্ড সহ গোটা এলাকায় ঢুকল ভাগীরথীর জল। বর্তমানে ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে ভাগীরথী। তবে জল ঢোকার কারণে পূর্ব বর্ধমান এবং নদীয়ার একমাত্র সংযোগকারী ফেরিঘাট নুসিংহপুর ফেরিঘাট বর্তমানে জলের গ্রাসে। সেই কারণেই এবার পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের নির্দেশে অনিদিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হলো নুসিংহপুর ফেরিঘাট। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে পূর্ববর্ধমান জেলা প্রশাসনের নির্দেশে বন্ধ করে দেওয়া হয় নুসিংহপুর ফেরিঘাট। অপর দিকে এই ফেরি ঘাটের উপর নির্ভর নদীয়ার ৩ টি রুটের বাস পরিষেবা সহ টোটো এবং অটো চলাচল। জল বাাার কারণে এবার তাদেরও অসুবিধে হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। যদিও এই বিষয়ে হরিপুর গ্রাম

নাগপুরে গণেশ প্রতিমা বিসর্জনের মর্মাস্তিক পরিণতি



নাগপুর,২০ সেপ্টেম্বর :আলো, বাজনা, বাজি সহযোগে নাগপুরের উমরের শহরে গণেশ প্রতিমা বিসর্জনে ঘিরে চলছিল রাজকীয় আয়োজন। ঠিক সেই সময় ঘটে মর্মান্তিক পরিণতি। বাজি ফেটে আহত হয় অন্তত সাত জন মহিলা। বৃহস্পতিবার রাতে ওই গণেশ মূর্তিটি নিয়ে বিসর্জনের উদ্দেশে শ্রী কৃষ্ণ মন্দিরের দিকে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। শোভাযাত্রা চলাকালীন মানুষের ভিড়ের মধ্যেই কয়েকটি আতশবাজি ফাটে। ঘটনায় আহত হয় সাত জন মহিলা।আহতদের সকলকে তাখিা নিয়ে বাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে।আহতদের মধ্যে চার জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সাফারির টানে বক্সার বিকল্প হয়ে উঠতে চায় চিলাপাতা

দুরন্ত বার্তা, সোনাপুর,২০ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর আর কয়েকদিন বাকি। ইতিমধ্যে গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন জঙ্গলে শুরু হয়েছে সাফারিও। পর্যটনকেন্দ্রগুলোয় বাড়ছে পর্যটকদের আনাগোনা। এই অবস্থায় দুর্গাপুজোর মরশুম থেকে পর্যটন ব্যবসায় উন্নতির আশা দেখছেন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতা এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা। গত কয়েক বছরের মধ্যে এখানে তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট হোমস্টে। পর্যটকদের জন্য আতিথেয়তার ডালি নিয়ে অপেক্ষা করছে সেইসব প্রপাটিগুলো। গত কয়েক বছরে জেলার অন্যতম এই পর্যটনকেন্দ্রে লজ, রিসর্টে তুলনায় সংখ্যা বেড়েছে হোমস্টেের। পর্যটনের ভরা মরশুমে ভালো লাগেই আশা করছে ওই হোমস্টেগুলো। কেননা বাকি লজ ও রিসর্টের তুলনায় অনেক কম খরচে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় হোমস্টেগুলোতে। কেবল স্থানীয়রাই নন। জেলার পর্যটন মানচিত্রে চিলাপাতা ক্রমশ সামনে চলে আসায় স্থানীয়দের পাশাপাশি বাইরে থেকেও অনেকে এসে জমি লিজে নিয়ে হোমস্টেের ব্যবসা খুলে বসেছেন। সেইসব পর্যটন ব্যবসায়ীদেরও আশা, দুর্গাপুজোয় ভালো ব্যবসা হবে। চিলাপাতার বেশ কয়েকটি রিসর্ট নারী নিয়ে কারবার রেঞ্জ অফিস থেকে সকালে উঠছে। সম্প্রতি চিলাপাতার একটি রিসর্টে



পঞ্চায়েত প্রধান জানান, হটা করে জল বাড়ার কারণে পূর্ব বর্ধমানের জেলা প্রশাসন ঘাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে আমরাও হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এই বন্যা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত। সব সময় আমাদের ঘাটের তথা অংডালের প্রতিটি জায়গায় নজরদারি চালানো হবে। তবে এই ঘাট বন্ধে সমস্যা়্য পড়বেন নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে

রোগী এবং স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা। আমরা নদীয়া জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো যাতে বিকল্প কোন ব্যবস্থা করা যায় জুরুরি পরিষেবার ক্ষেত্রে। যদিও ফেরিঘাটের পাশে রয়েছে বাসস্ট্যান্ড আর সেটিও এখন পুরোপুরি জলমগ্ন। অর্থাৎ সবমিলিয়ে নাকাল পরিস্থিতি ভাগীরথীতে জল বেড়ে যাওয়ার কারণে।

আলিপুরদুয়ারে অবৈধ নির্মাণ ভাঙল প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া পুলিশ লাইন এলাকায় ফের একবার অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিল প্রশাসন। শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ পুলিশ লাইন এলাকায় অবৈধ নির্মাণ ভাঙে প্রশাসন। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর আলিপুরদুয়ার জেলায় একাধিক জায়গায় সরকারি জমি জবরদখল করে তৈরি করা অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেয় জেলা প্রশাসন। গত ২ মাস আগে বীরপাড়া পুলিশ লাইন এলাকায় একাধিক অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়। সেইসময় একটি অবৈধ নির্মাণের একাংশ ভেঙে দিয়ে বাকি নির্মাণটি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেয় প্রশাসন। এই নির্দেশের পরও কোনও কাজ না হওয়ায় এদিন সেই অবৈধ নির্মাণ সম্পূর্ণ ভেঙে দেওয়া হয়। এদিন অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে গেলে বাসিন্দাদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক বিপ্লব সরকার।

পুলিশের নাকা তল্লাশিতে উদ্ধার ৯৩ বোতল অবৈধ মদ

খড়িবাড়ি, ২০ সেপ্টেম্বর : পুলিশের নাকা তল্লাশিতে উদ্ধার ৯৩ বোতল অবৈধ মদ। বাজেয়াপ্ত একটি পিকআপ ভ্যান। খড়িবাড়ির বাংলা-বিহার সীমান্তের চক্রমারির চেকপোস্টের ঘটনা। গতকাল গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নাকা তল্লাশিতে একটি পিকআপ ভ্যান আটক করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। পিকআপ ভ্যান আটক করাতেই সুযোগ বুঝে চম্পট দেয় চালক। পরে আটক গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে ৯৩ বোতল অবৈধ মদ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় আটক পিকআপ ভ্যানটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ৯৩ টি বোতলে ৮৩৭ লিটার অবৈধ বিলেতি মদ উদ্ধার করা হয়েছে,যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৫ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি অসাধু ব্যবসায়ী এধরনের ব্যবসা করে আসছে,তার ঠেকাতে লাগাতার অভিযান চলছে এবং সমাজকে বাঁচাতে পুজার মুহূর্তে আরো নজরদারি বাড়ানো হবে বলে এসডিপিও নকশালবাড়ি বিনোদ বিহারী মিনা জানান।

সাফারির টানে বক্সার বিকল্প হয়ে উঠতে চায় চিলাপাতা



পুলিশ অভিযানও চালিয়েছে। তবে তাতে যাতে বাদবাকি প্রপাটিগুলির কোনও বদনাম না হয়, সেজন্য পর্যটন ব্যবসায়ীরা খুব সতর্ক। এক হোমস্টে মালিক এবিষয়ে বলেন, ‘ হোমস্টেগুলো পুরোপুরি নিরাপদ এবং ফার্মিলি ফ্রেন্ডলি। অসামাজিক কাজ এখানে হতে দেওয়া হয় না। সেজন্যই আমাদের হোমস্টেগুলো পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কারণ। ইতিমধ্যেই দুর্গাপুজোর বুকিং শুরু হয়েছে। ভালো ব্যবসা হতে বলেই আশা করি।’ চিলাপাতার পর্যটনকেন্দ্র অন্যতম আকর্ষণের জায়গায় জঙ্গল সাফারি। চিলাপাতা রেঞ্জ অফিস থেকে সকালে উঠছে। বিকেলে জিপসি সাফারি করানো

হয়। সেজন্য ৯টি গাড়ি রয়েছে। বর্ষায় তিন মাস জঙ্গল সাফারি বন্ধ থাকায় পর্যটন ব্যবসাও থমকে ছিল। সেই খরা কাটিয়ে আবার ব্যবসায় ফিরতে চায় চিলাপাতা। দুর্গাপুজোর পর শীতের মরশুমেও ভালো ব্যবসার আশা করছেন চিলাপাতার হোমস্টে মালিকরা। আরেক

হোমস্টে মালিকের কথায়, ‘সাফারি খোলার পর পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার পর্যটনকে শ্রু গুলোর মধ্যে জলদাপাড়া, জয়ন্তী, বক্সা ও চিলাপাতা অন্যতম। অন্য

পর্যটনকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে টক্কর দিয়ে এবারও ভালো ব্যবসার আশা করছে চিলাপাতা।

দ্রাবিড়ের পর আরও একজনকে নিয়োগ করল রাজস্থান রয়্যালস

জয়পুর, ২০ সেপ্টেম্বরঃ আইপিএল ২০২৫-এর আগে ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের দল ও কোচিং স্টাফ নিয়োগের কাজে ব্যস্ত। এমন পরিস্থিতিতে রাজস্থান রয়্যালস একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। সম্প্রতি রাহুল দ্রাবিড়কে তাদের প্রধান কোচ হিসাবে নিয়োগ করেছে। এবার রাজস্থানের কোচিং স্টাফে ঢুকে পড়লেন আরও একজন তারকা। ইনি আর কেউ নন, প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার বিক্রম রাঠোর। রাজস্থান রয়্যালস তাদের ব্যাটিং কোচ হিসাবে বিক্রম রাঠোরকে নিয়োগ করেছে। ১৯৯৬ সালে



ভারতের হয়ে ছয়টি টেস্ট ও সাতটি ওয়ানডে খেলেছিলেন তিনি। রাঠোর ২০১৬ সালে সন্দীপ পাতিলের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটির সদস্যও ছিলেন। কয়েক মাস আগে পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার কোচিং স্টাফের অংশ ছিলেন বিক্রম রাঠোর। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি। চলতি বছরের জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে তার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এবার আইপিএলে রাজস্থানের সঙ্গে যোগ দিতে চলেছেন। দ্রাবিড় বলেছেন যে তাদের দু'জনের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরি রয়েছে। তরুণ প্রতিভা লালন এবং খেলোয়াড়দের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিক্রমের দক্ষতা অমূল্য হবে। রাজস্থান রয়্যালসে একটি বিশ্বমানের দল তৈরি করার লক্ষ্য রাখবেন। দলে যোগ দেওয়ার পরে বিক্রম রাঠোর জানিয়েছেন, রয়্যালস পরিবারের অংশ হতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। রাহুলের সঙ্গে ফের কাজ করতে পেরে উচ্ছসিত তিনি। রয়্যালস এবং ভারতের জন্য শীর্ষ মানের খেলোয়াড় তৈরির লক্ষ্যে কাজ করার জন্য উন্মুখ।

অনুশীলন শুরু, ৬ বছর পর টেস্টে ফেরার জন্য প্রস্তুত হার্দিক

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আইপিএলে জিরো থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের হিরো-হার্দিক হিমাংশু পাণ্ডিয়ার সম্পর্কে বর্তমানে এই উক্তি সাবলীল ভাবেই পোষন করা যায়। সদ্য সমাপ্ত ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম নায়ক তিনি। এছাড়াও একদিনের ক্রিকেটে তাঁর পারফরম্যান্স মুগ্ধ করেছে সমস্ত ক্রিকেটবোদ্ধাদের। তবে সাদা বলের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটলেও চোট সমস্যার জন্য লাল বলের ক্রিকেটে দেখা যায়নি মুম্বাইয়ের অলরাউন্ডারকে। প্রায় ৬বছর আগে ইংল্যান্ড সিরিজে শেষবার সাদা জার্সি গায়ে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। কিন্তু এবার সাদা পোশাকের ক্রিকেটে ফের দেখা যাবে হার্দিককে। ভারতীয় তারকা অলরাউন্ডার ইতিমধ্যে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছেন। চলতি ভারত-বাংলাদেশ সিরিজে জায়গা হয়নি তাঁর। অবশ্য টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হার্দিক জানিয়েছিলেন, পুরোপুরি 'ফর্ট' না



হওয়া পর্যন্ত তিনি টেস্ট ক্রিকেট খেলতে চান না। তবে গতকাল বরোদা ক্রিকেট মাঠে লাল বল হাতে অনুশীলন করতে দেখা গেছে তাঁকে। এছাড়াও বেশ কিছু সূত্র মারফৎ জানা গেছে যে, আগামী কিছুদিনের মধ্যেই জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যেতে পারেন হার্দিক। সেখানে লাল বলের ক্রিকেটে আরো বেশি করে ঘাম বরারবেন তিনি। এই মুহূর্তে টেস্ট ব্যাক্সিয়ে ২৬টি ম্যাচ খেলে ৩১০৮ পয়েন্ট নিয়ে বর্তমানে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। তবে ৬৮টি ম্যাচ

খেলে ৪১১১ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইংল্যান্ড। তাই কোনো সিরিজ হারলে টেস্ট চ্যাম্পিয়শিপ ফাইনাল খেলা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে ভারতের কাছে। তাই বাংলাদেশ সিরিজ খেলে আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সিরিজ নিয়ে বেশ দৃষ্টিভ্রম্য রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। পায়ের চোটের জন্য মহম্মদ শামিকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিরিজে ভারত পাবে কি না সে বিষয়ে এখনো নিশ্চয়তা নেই। তাই অস্ট্রেলিয়ায় টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনায় হার্দিক রয়েছে। হার্দিকের দলে থাকার অর্থ টিমের ব্যালান্স অনেকটাই বেড়ে যাবে। তিন পেসারের সঙ্গে হার্দিক থাকবেন চতুর্থ পেসার হিসেবে। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার পিচে ব্যাটিং গভীরতাও বাড়বে টিমের। বাংলাদেশের পর ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজ খেলবে ভারত। শোনা যাচ্ছে সেই সিরিজেই অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করতে চান খোদ কোচ দৌতম গম্ভীর। শোনা যাচ্ছে, এই টেস্ট সিরিজে ঘরের মাঠে বাউন্সি এবং গ্রিন টপ উইকেট রাখা হবে। তাই



নিজের দিক থেকে কোনো খামতি রাখছেন না ভারতের এই তারকা অলরাউন্ডার। প্রসঙ্গত এই বছরটা খুব একটা ভালো যায়নি মুম্বই তারকার। ব্যক্তিগত জীবনে নেমে এসেছে বিবাহবিচ্ছেদের ছায়া। এমনকি পুত্র অগন্ত্যকও পুরোপুরিভাবে নিজের কাছে রাখতে পারেননি তিনি। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে টি২০ বিশ্বকাপে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেন হার্দিক। আর সবকিছু টিকাকাল থাকলে আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজেই সাদা জার্সি গায়ে মাঠে দেখা যেতে পারে তাঁকে।

সেঞ্চুরি করে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করলেন সঞ্জু

অনন্তপুর, ২০ সেপ্টেম্বরঃ চেন্নাইয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার রানের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে সঞ্জু স্যামসন সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনিও এখন টেস্টের জন্য প্রস্তুত। সেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর নিজের ইনিংস আর দীর্ঘায়িত করতে না পারলেও বিসিসিআইয়ের কাছে নিজের দাবি তুলে ধরছেন তিনি। এই সেঞ্চুরির সঙ্গে সঙ্গে দলকে সংকট থেকে উদ্ধারেও কাজ করেছেন। সঞ্জু স্যামসন বর্তমানে দলীপ ট্রফিতে নিজেকে আরও একবার চেনাচ্ছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলা ভারতের দলে তাঁকে রাখা হয়নি। টেস্টে অভিষেকের সুযোগও পাননি সঞ্জু। টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে দলে নিজের জায়গা পাকা করতে পারেননি এখনও। দলীপ ট্রফিতে ভারত ডি-৭ হয়ে খেলছেন তিনি। সঞ্জু স্যামসন দলীপ ট্রফিতে এই ইনিংস খেলার সময় ১০৬ রান করেছেন এবং মাত্র ১০১ বল খেলে



করেছেন এই রানা। অর্থাৎ তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ১০০-র বেশি। সঞ্জু স্যামসনের এই ইনিংস নিশ্চিতভাবে ক্রিকেট প্রেমীদের নজর কেড়েছে। বাংলাদেশের সিরিজের জন্য বাকি অংশের জন্য এখনও দল যোগ্য করেনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সঞ্জু কি ফিরবেন টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে? নতুন করে উঠেছে এই প্রশ্ন। শুধু তাই নয়, বেশ কিছুদিন ধরে খারাপ ফর্মের মধ্য দিয়ে যাওয়া সঞ্জু নিশ্চয়ই এই ইনিংস থেকে অনেক আত্মবিশ্বাস পেয়েছেন। এটি সঞ্জু স্যামসনের ১১তম প্রথম শ্রেণির সেঞ্চুরির ম্যাচ। ইতিমধ্যেই লিস্ট 'এ' ম্যাচে তিনটি ও টি-টোয়েন্টিতে

ইয়ামালের মাইলফলকের রাতে মোনাকোর কাছে বার্সেলোনার হার

মোনাকো, ২০ সেপ্টেম্বরঃ লা লিগায় টানা পাঁচ ম্যাচ জেতার আত্মবিশ্বাস নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ খেলতে এসেছিল বার্সেলোনা। কিন্তু ইউরোপ-সেরার মঞ্চের বাস্তবতা যে ভিন্ন, সেটা প্রমাণিত হলো প্রথম ম্যাচেই। মোনাকোর কাছে বার্সা হেরেছে ২-১ গোলে। এই ম্যাচে অবশ্য শুরুতেই বার্সার আত্মবিশ্বাসের ভিত কাঁপিয়ে দেয় এরিক গার্সিয়ার লাল কার্ড। এরপর গোলও খেয়ে ফেলে তারা। পরে রেকর্ড গড়ে যা শেষ করেন লামিনে ইয়ামালা। তাতেও অবশ্য শেষ রক্ষা হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে করা গোলই জয় পায় মোনাকো। চ্যাম্পিয়নস লিগের শুরুতেই এমন হারে খানিকটা যেন চাপেই পড়ে গেল বার্সা। মোনাকোর মাঠে শুরু থেকে বলের দখল রেখে আক্রমণে মনোযোগ দেয় বার্সেলোনা। এ সময় মার্সমার্টের নিয়ন্ত্রণ রাখাই ছিল কাতালান ক্লাবটির মূল লক্ষ্য। তবে বার্সা বড় ধাক্কা খায় ম্যাচের ১০ মিনিটে। বক্সের বাইরে বিপজ্জনকভাবে মোনাকোর তাকুমি মিনামিনেকে ফাউল করায় সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বার্সা ডিফেন্ডার এরিক গার্সিয়া। ১০ জনের বার্সাকে পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে পাশার দান উল্টে দেয় মোনাকো-একের পর এক আক্রমণে চাপে ফেলে দেয় বার্সাকে। যে ধারাবাহিকতায় ম্যাচের ১৬ মিনিটে এগিয়েও যায় ফরাসি ক্লাবটি। দারুণ এক



লক্ষ্যে রাখে তারা। অন্যদিকে কোণ্টাসা বার্সা লক্ষ্যে দূরে থাক, কোনো শটই নিতে পারেনি। এমন পরিস্থিতিতে বার্সাকে ম্যাচে ফেরাতে প্রয়োজন ছিল বিশেষ কোনো জাদুর। খেলার ধারার বিপরীতে সেই জাদুতেই ম্যাচে রোমাঞ্চ ফেলান ইয়ামালা। ২৮ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক শটে লক্ষ্যভেদ করে বার্সাকে

সমতায় ফেরান এই স্প্যানিশ উইঙ্গার। এটি ছিল চ্যাম্পিয়নস লিগে ইয়ামালের প্রথম গোল। যা তাঁকে চ্যাম্পিয়নস লিগের দ্বিতীয় প্রথম ২৫ মিনিটের মধ্যে ৫টি শট নিয়ে ৬টি



ইয়ামাল করেছেন ১৭ বছর ৬৮ দিনে। শীর্ষে থাকা প্রাক্তন বার্সা থাকা আনসু ফাতি গোল করছিলেন ১৭ বছর ৪০ দিনে। সমতায় ফিরে ম্যাচের লাগাম নেওয়ার চেষ্টা করে বার্সা। একটু পর অল্পের জন্য গোলবঞ্চিতও হয় তারা। তবে ৬২ মিনিটে টের স্টেগেনে দেয়াল তুলে না দাঁড়ালে আবারও এগিয়ে যেতে

পারত মোনাকো। মূলত একজন কম নিয়ে খেলার চাপ, সেটাকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করছিল তারা। ৬৫ মিনিটে গোল করেও ফেলে মোনাকো। কিন্তু অফসাইডের কারণে সে যাত্রায় বেঁচে যায় বার্সা। এরপর বিরতিতে যাওয়ার আগে আরও কয়েকবার গোলের কাছাকাছি গিয়েছিল মোনাকো। কিন্তু সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেনি তারা। বিরতির পরও ১০ জনের বার্সাকে চেপে ধরার চেষ্টা করে মোনাকো। টানা কয়েকবার আক্রমণেও যায় তারা। কিন্তু গোল আদায় করতে পারেনি। এ সময় নিজদের রক্ষণ সুদৃঢ় রেখে প্রতি-আক্রমণে যাওয়াতে বেশি মনোযোগ দেয় বার্সা। একজন খেলোয়াড় কম থাকার প্রভাব বার্সার খেলায় বেশ স্পষ্ট ছিল। তবে এরপরও কয়েকটি দারুণ আক্রমণ তৈরি করে তারা, যদিও সেগুলো গোলের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কয়েকবার কাছাকাছি গিয়ে বার্সা সুযোগ হাতছাড়া করলেও ৭১ মিনিটে ভুল করেননি মোনাকোর জর্জ লেনিকেন। দারুণ এক আক্রমণে সতীর্থের কাছ থেকে বল পেয়ে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে দলকে এগিয়ে দেন লেনিকেন। এরপর অবশ্য পেনাল্টি পেয়েছিল মোনাকো। কিন্তু ভিএআরের কারণে সে যাত্রায় বেঁচে যায় বার্সা। এরপরও শেষ রক্ষা হয়নি। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হলে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে মোনাকো।

রিভিউ না নেওয়াই কাল হল বিরাটের তিনশোর বেশি লিড নিয়ে চালকের আসনেই ভারত

চেন্নাই, ২০ সেপ্টেম্বরঃ টেস্টের প্রথম দিনের মতো দ্বিতীয় দিনেও চালকের আসনে টিম ইন্ডিয়া। ভারতের বোলারদের দাপটে মাত্র ১৪৯ রানেই গুটিয়ে যায় টাইগার্সরা। তৃতীয় সেশনে প্রায় দেড় ঘণ্টা ব্যাটিং করেছে ভারত। প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাট হাতে দাগ কাটতে ব্যর্থ রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি। তারপরও দ্বিতীয় দিনের শেষে তিনশোর বেশি লিড নিয়েছে টিম

ক্যাচ দেন যশদী। প্রথম ইনিংসে ৫৬ রান করেছিলেন। আর দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১০ রানেই থামেন তিনি। আর কোনও উইকেট না হারিয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করার সুযোগ ছিল টিম ইন্ডিয়ার কাছে। কিন্তু বিরাট কোহলি রিভিউ না নেওয়ার ফলে ভারতীয় টিম দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে ৬ উইকেটে ৮১ রানে। মেহদি হাসান মিরাজ এলবিডরিত করেন বিরাট কোহলিকো। কিন্তু



ইন্ডিয়া। ৬৩ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়লেন শুভমন গিল এবং ১২ রানে নট আউট ঋষভ পন্থ। চিপকে রোহিত শর্মার ব্যাট একেবারে নিস্প্রভ। প্রথম ইনিংসে ৬ রান করেছিলেন ভারত অধিনায়ক। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ রানে আটকে গেলেন। তৃতীয় ওভারে তাসকিন আহমেদ ফাঁসান রোহিতকে। অফস্টাম্পের সামান্য বাইরের বল। ভেবেছিলেন মাঝ ব্যাটে খেলতে পারবেন। কিন্তু তা হয়নি। কোনায় লেগে থার্ড স্ট্রিকে ক্যাচ জাকির হাসানের। এরপর সপ্তম ওভারে ওপেনার যশদী জয়সওয়ালকে ফেরান নাহিদ রানা। হালকা ভাবে ড্রাইভ করতে গিয়ে উইকেটের পিছনে থাকা লিটন দাসের হাতে

কোহলি আউট ছিলেন না। তিনি ক্রস ব্যাটে খেলেছিলেন। ঝাঁকি ছিলই। অপর প্রান্তে থাকা শুভমনের সঙ্গে বিরাট কথা বলেন। কিন্তু রিভিউ নেননি। পরে টেলিভিশন রিপ্লয়ে দেখা যায়, বল কোহলির প্যাডে লাগার আগে অল্প ব্যাটে লেগেছিল। তাই বিরাট যদি রিভিউ নিতেন, বেঁচে যেতেন। কিন্তু তা করেননি। তাই ৬৭ বলে ১৭ রানে মাঠ ছাড়েন বিরাট। রোহিত শর্মা ডাগআউটে বসে বিরাটের রিভিউ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত দেখে হতবাক হয়ে যান। তাঁর প্রশ্ন ছিল একটাই, কোহলি কেন রিভিউ নিলেন না? বিরাট কনফিডেন্ট ছিলেন না। তাই আউট না হয়েও আউট হয়ে মাঠ ছাড়তে হয় কোহলিকে।

হার এড়াল আর্সেনাল, শেষ মুহূর্তে জিতল আতলেতিকো

লন্ডন ও মাদ্রিদ, ২০ সেপ্টেম্বরঃ আর্সেনাল এই মুহূর্তে দারুণ ছন্দে থাকা দল। ইউরোপা লিগ জেতা আতালান্তাও যেকোনো দলের জন্য আতঙ্কের নাম। চ্যাম্পিয়নস লিগে এই দুই দল মুখোমুখি হওয়ায় দারুণ লড়াই আশা করেছিলেন ফুটবলপ্রেমীরা। সে আশা অবশ্য একেবারেই পূরণ হয়নি। আতালান্তার মাঠে ম্যাচটি শেষ হয়েছে গোলশূন্য ড্রয়ে। সমতায় শেষ হওয়ার চেয়ে অবশ্য দুই দলের রক্ষণাত্মক ফুটবলই বেশি হতাশ করেছে দর্শকদের। প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণে যায় আর্সেনাল। ৬ মিনিটের মধ্যে অন্তত দুবার আক্রমণে শাণায় তারা। যদিও আক্রমণগুলো গোলের জন্য যথেষ্ট ছিল না। শুরুতে আর্সেনাল দাপুটে ফুটবল খেললেও আতালান্তাও একেবারে পিছিয়ে ছিল না। আক্রমণের জবাবগুলো তারা দেয় পাষ্টা-আক্রমণে। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত যে গোল, সেটি পাচ্ছিল না তারাও। অবশ্য দুই দলের খেলায় আগ্রাসী মনোভাবের অভাবও ছিল স্পষ্ট। আক্রমণের চেয়ে রক্ষণেই যেন



বেশি মনোযোগ ছিল দুই দলের। এর ফলে যে রোমাঞ্চ আশা করা হচ্ছিল, সেটা দেখা যায়নি। বিরতির পরপর অশুভ দৃশ্যপট বদলে যায়। ৪৮ মিনিটে আতালান্তাকে পেনাল্টি উপহার দেয় আর্সেনাল। কিন্তু সেই উপহার লুফে নিতে ব্যর্থ হয় আয়োজকরা। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন মাতোও রেতেগুই। তাঁর শট ঠেকিয়ে দেয় আর্সেনাল গোলরক্ষক ডেভিড রায়। এমনকি কিবিতি হেডও রেতেগুইকে রুখে দেন এই গোলরক্ষক। এর ফলে সুযোগ পেয়েও নিরাশ হতে হয় ইতালির ক্লাবটিকে। পেনাল্টি নিয়ে



তৈরি হওয়া নাটকীয়তার পর দুই দলই আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণে গিয়ে গোল আদায়ের চেষ্টা করে। কিন্তু বন্ধ ঘিরে তৈরি করা ব্যুহ ভাঙতে পারেনি কেউই। ৭০ মিনিটের পর অবশ্য কিছুটা আগ্রাসী

শুরুতে পিছিয়ে পড়েও আরবি লাইপজিগের বিপক্ষে রুদ্রশাস এক জয় পেয়েছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। এদিন ম্যাচের ৪ মিনিটেই বেনিয়ামি সেসসকোর গোলে এগিয়ে যায় লাইপজিগ। ২৮ মিনিটে আতোয়ান গ্রিজমানের গোলে সমতায় ফেরে আতলেতিকো। এরপর ম্যাচ যখন সমতায় শেষ হওয়ার অপেক্ষায়, তখন ৯০ মিনিটে জোসে মারিয়া হিমেনেজের গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে আতলেতিকো। এর আগে আরেক ম্যাচে ফেইনর্দুকে উড়িয়ে দিয়েছে বায়ার লেভারকুসেন। তাদের জয় ৪-০ গোলে। জার্মান চ্যাম্পিয়নদের দারুণ ফুটবলের সান্নায়ে সুবিধা করে উঠতে পারেনি ফেইনর্দু। বড় ব্যবধানের হার নিয়েই ফেইনর্দুকে ছাড়তে হয়েছে মাঠ।

সুচিকিংসা

২৬ বর্ষ ● দশম সংখ্যা ● ১ সেপ্টেম্বর ২০২৪

ভাইরাল ফিবার

সুচিকিংসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন